চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ – ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩১ ঃ ৩ আগস্ট – ৯ আগস্ট, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 40, 3 August - 9 August, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্য–রাজ্যপাল সংঘাত পিছনে ফেলে সুপ্রিম কোর্টের

নির্দেশ অনুযায়ী এ রাজ্যের ৩৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপচার্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হল। নথি পত্র সহ সাদা কাগজে আবেদন করতে বলা হয়েছে। বাছাই করবে প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত সার্চ কমিটি।

রবিবার : যোজনা কমিশন ফিরিয়ে এনে নীতি আয়োগ তুলে

দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আয়োগের সব সদস্য সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে জানান শুধু অর্থ বরাদ্দ নয়, দেশের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নীতি তৈরি করাটাই আয়োগের প্রধান কাজ।

সোমবার : রাজ্যের মধ্যে যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা সব চেয়ে

উন্নত সেই কলকাতায় গত ১বছরে প্রসূতি মৃত্যুর হার সবথেকে বেশি। রাজ্যে যত প্রসূতির মৃত্যু হচ্ছে তার মধ্যে ২৪ শতাংশই নাবালিকা। সামলানোর উপায় খুঁজতে হিমশিম স্বাস্থ্য দপ্তর।

মঙ্গলবার : বাংলাদেশকে তিস্তার জল দেওয়ার চুক্তি কিছুতেই

মানবেন না বলে বিধানসভায় বলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, তিস্তার জল বাংলাদেশকে দিলে উত্তরবঙ্গের মানুষ খাবার জল পাবে না।

বুধবার : গভীর রাতে ঘুমের মধ্যে দিক বদলানো নদী ও পাহাড়ের

ধস কেরলের ওয়েনাড়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল জ্বলজ্যান্ত গোটা তিনখানি গ্রাম। মৃতের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। উদ্ধার কাজে নেমেছে এনডিআরএফ, সেনা।

বৃহস্পতিবার : বেশ কয়েকটি প্রাণ চলে যাওয়ার পর ইউজিসি'র

নির্দেশিকা মেনে প্রথম বর্ষের নবাগতদের জন্য আলাদা হোস্টেল বানাতে সক্ষম হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তবে পৃথক হোস্টেল বানালেই হবে না, নিশ্চিত করতে হবে তার নিরাপত্তা নিয়েও।

শুক্রবার : উত্তর ভারত জুড়ে বিপর্যয়ের মাঝে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে

উত্তরাখন্ডে ধুয়ে গেল রাস্তা। স্থগিত হয়ে গেল কেদারনাথ যাত্রা। আটকে পড়েছেন হাজার খানেক যাত্রী। চেষ্টা চলছে তাদের ফিরিয়ে আনার।

সবজান্তা খবরওয়ালা

জাতের নামে বজ্জাতি চলছেই

ওঙ্কার মিত্র

ভারতের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রথম গোষ্ঠী বিভাজন শুরু হয় আর্য আগমনের পর। যাকে আমরা বৈদিক যুগ বলে চিনি। আর্য বর্ণ এবং দাস বর্ণের পার্থক্য যুগে যুগে পাল্টে পাল্টে আজকের জাতি, উপজাতি, জনজাতি নামে খণ্ডিত রূপ গ্রহণ করেছে। শারীরিক, মানসিক বলে বলিয়ান আর্যরা ভারত ভুখন্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পরিচয়ে তাদের কতৃত্ব কায়েম করে আর শুদ্ররা জন্ম, কর্ম্ম, পেশা অনুযায়ী ভেঙে বড়, মাঝারি, ছোট জাতি নামে আর্য সমাজের পরিপূরক হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

তবে বৈদিক বা বৈদিক পরবর্তী মধ্যযুগেও পেশা ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের মর্যাদা অটুট ছিল। আর্য সমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে এরা এদের প্রাপ্য মর্যাদা, সুযোগ, সুবিধা পেয়েছেন সমান ভাবে। বৌদ্ধ, হিন্দু যুগেও এমনকি মুসলিম যুগেও এই ধারা কিছুটা হলেও অক্ষুন্ন ছিল।

জাতপাতের বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা তোলা

ভাবটা এমন যেন তৃতীয় অর্থনীতির বিশ্ব গুরু ভারতে এদের কোনো প্রয়োজনই নেই। এদের দিকে তাকানোরও দরকার নেই। এদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ব্রাত্য।

শুরু হয় ইসলাম পরবর্তী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে। তারা তাদের শাসনের স্বার্থে ইচ্ছা করে উচ্চ বর্ণকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিম্ন বর্ণকে নিজেদের তৈরী আইনের দ্বারা চিহ্নিত করে বঞ্চনার শিকারে পরিণত করেছে। বঞ্চিতরা গর্জে উঠলে উচ্চ বর্ণকেই তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে। আমরাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দেশের মানুষকেই জাত পাতের নামে দূরে ঠেলে দিয়েছি। তাই কাজী সাহেব লিখেছিলেন, জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত–জালিয়াৎ খেলছ জুয়া!/ ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।।'

কিন্তু ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর স্বাধীন ভারতে কি এই বজ্জাতি বন্ধ হয়েছে? সম্প্রতি ভারতে নির্বাচন এবং সংসদে জাতপাত যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

টুকরো টুকরো শাসনের ২২ বছর বাদ দিলে গত ৭৫ বছরের ৫৫ বছর ভারত শাসন করেছে কংগ্রেস। এর মধ্যে জহরলাল নেহেরু ছিলেন ১৬ বছর ২৮৬ দিন এবং ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ১৫ বছর ৩৫০ দিন। সব মিলিয়ে ৩২ বছর ২৫৩ দিন।

এরপর পাঁচের পাতায়

দূরের সাগর উঠে এসেছে কপিল মুনি মন্দিরের কাছে (উপরে)। মন্দিরে যাওয়ার ২নং রাস্তাও সাগরের গ্রাসে (নীচে)।

গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরকে আবারও কি গ্রাস করবে সমুদ্র?

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগর। প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের সাগরদ্বীপে কপিলমুনির মন্দিরে সারাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাগম হয় মকর সংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণে পুণ্যস্নান করতে। অনেক প্রতিকূলতাকে সরিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গাসাগর তীর্থস্থানের পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিল। কপিলমুনির মন্দির লাগোয়া সমুদ্রে যাবার পাঁচটি রাস্তা কংক্রিটের করা হয়েছিল প্রশাসনের উদ্যোগে। ধীরে ধীরে গঙ্গাসাগর মেলা ডিজিটাল মেলা হিসেবে গোটা পৃথিবীতে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সেই গঙ্গাসাগর আবার প্রশাসনের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। আমফান ঘূর্ণিঝড় এরপর থেকেই কপিলমুনির মন্দির লাগোয়া সমুদ্রতট ভাঙ্গনের কোপে পড়ে। তারপর বিভিন্ন বৈদেশিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধ করার প্রচেষ্টা হলেও, প্রকৃতির কাছে মানুষ আজও যে অসহায়, তা বারবার প্রমাণিত হতে থাকে। আমফান পরবর্তী সময়ে ইয়াস, বুলবুল, রেমাল প্রভৃতি প্রাকৃতিক তাণ্ডবে গঙ্গাসাগরের ভাঙ্গন আরো দগদগে হয়েছে। সম্প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার কোটালে গঙ্গাসাগর সমুদ্রতটের এক থেকে পাঁচ নম্বর রাস্তা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। একাধিক বৈদ্যুতিক পোষ্ট এবং গাছ তলিয়ে গেছে সমুদ্রের গর্ভে। সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা অহরহ মাইকিং করছে পর্যটকরা যাতে সমুদ্র স্নান করতে না নামেন। সমুদ্র ক্রমশ এগিয়ে চলেছে কপিল মুনি মন্দিরের দিকে। ২০২৩ সালে সমুদ্রের সঙ্গে কপিলমুনির মন্দিরে দূরত্ব ছিল প্রায় ১ কিলোমিটার। এখন সেই দূরত্ব মাত্র ৫০০ মিটারে নেমে এসেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

গঙ্গাসাগরে রেললাইন নিয়ে সরব সাংসদ

অরিজিৎ মণ্ডল : কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর রেললাইন আজও বাস্তবায়িত হল না কেন লোকসভাতে প্রশ্ন তুললেন সাংসদ। লোকসভাতে দেশের বাজেট প্রকাশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছে তাতে বাংলাকে আরো অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সরকার বাঁচাতে যে রাজ্যগুলি সাহায্য করেছে শুধু তাদের কথা ভাবা হয়েছে এই বাজেটে। আলাদাভাবে রেল বাজেট না হওয়াতে অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে রেল। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন যে প্রকল্প শুরু করেছিলেন এমনকি তাঁর প্রস্তাবিত রেললাইন গুলি আজও কেন হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাপি হালদার। প্রস্তাবিত রেললাইনের মধ্যে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর, জয়নগর থেকে রায়দিঘি, মন্দিরবাজার থেকে রামগঙ্গা নতুন রেললাইনের প্রস্তাবনা থাকলেও আজতা বাস্তবায়ন কেন হয়নি? তা নিয়ে সরব হন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও

বেহাল বাঁশের সাঁকোই ভরসা দুই অঞ্চলের বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত ডি–রাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতও কাশিপুর আলমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তিন ফটক খালের ওপর সংযোগকারী বেহাল বাঁশের সাঁকোই এখন দুই অঞ্চলের বাসিন্দাদের একমাত্র যাতায়াতের ভরসা। দীর্ঘদিন ধরে এই সেতুটি বেহাল অবস্থায় আছে। লোহার বীমের ওপরে কাঠের পাটাতন ছিল। কিন্তু সেই কাঠের পাঠাতন সব ভেঙে খালে তলিয়ে গেছে। লোহার বিম এর উপরে কোন রকমে বাঁশ দিয়ে সাঁকো বানানো হয়েছে। সেই বেহাল সেতুর ওপর দিয়েই চলছে নিত্য দিনের যাতায়াত। যেকোনো সময় বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কাশিপুর আলমপুর জেলে পাড়ার প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই সেতু পেরিয়ে চড়া রায়পুরের হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সরকারের বড় সিদ্ধান্ত গাড়ির বিমা না করালে জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এখন যানবাহনের জন্য তৃতীয় পক্ষ বা থার্ড পার্টি বিমা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিমা না করা এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গাড়ির বিমা নিতে অবহেলা করলে এখন জেল হতে পারে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের মতে, বৈধ মোটর তৃতীয় পক্ষের বিমা ছাড়া মোটর গাড়ি চালানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মোটরযান আইন, ১৯৮৮–এর ১৯৬ ধারা অনুসারে, ভারতীয় রাস্তায় চলাচলকারী সমস্ত যানবাহনকে বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় পক্ষের বিমা নিতে হবে। একটি তৃতীয় পক্ষের বিমা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দুর্ঘটনা বা ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা সেক্ষেত্রে সহায়তা পাবেন।

ব্রেন টিউমার অস্ত্রোপচার আরো সহজ হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত রোগীদের অস্ত্রোপচার এখন আরো সহজ হবে। ব্রেন টিউমার অস্ত্রোপচার করার জন্য মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের নিউরো সার্জারি বিভাগে একটি অত্যাধুনিক ইন্ট্রাঅপারেটিভ আল্ট্রাসাউন্ড (আইইউএস) মেশিন ইনস্টল করা হয়েছে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশে এই প্রথম এ ধরনের উন্নত আইইউএস সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সুরক্ষিতভাবে এবং সঠিকভাবে ব্রেন টিউমার অপসারণ করতে সাহায্য করবে, রোগীদের কম সময় হাসপাতালে থাকতে হবে এবং সেরে উঠতেও কম সময় লাগবে। শুধু তাই নয়, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসায় রোগীদের চিকিৎসা খরচও কমবে কারণ আইইউএস–এর চিকিৎসার খরচ অন্যান্য ইন্ট্রাঅপারেটিভ ইমেজিং সিস্টেমের তুলনায় কম হবে।

জমি মাফিয়া চক্রের কবলে জেশপ পুনরুজ্জীবন আইনের ফাঁসে আটকে

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগণা : উত্তর ২৪ পরগণার দমদমে পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সরকারি কারখানা ছিল জেশপ অ্যান্ড কোম্পানি। সেখানকার একের পর এক উৎপাদন পথ দেখিয়েছিল ভারতবর্ষকে। সেই স্বর্ণযুগ আজ অতীত। রুগ্ন জেশপ এখন ভেন্টিলেশনে।

একসময়ে দমদমের জেসপ অ্যান্ড কোম্পানিকে কেন্দ্র করে এই এলাকা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। বহু মানুষ এই কেন্দ্রীয় সরকারি কারখানায় কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করতেন। এই কারখানা তৈরি নানা স্থাপত্য ও নিদর্শন আজও সগর্বে মাথা তুলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে। উইলিয়াম জেসপের ছেলের হাতে তৈরি জেসপ অ্যান্ড কোম্পানিকে ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করার পর থেকে শুরু হয় এই কোম্পানির স্বর্ণযুগ। হাজার হাজার কর্মীর এই কারখানায় বর্তমানে কর্মীসংখ্যা এসে ঠেকেছে প্রায় ১৮০ জনে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি অনিচ্ছা ও অবহেলায় এই লোহার পরিকাঠামো তৈরির কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহ্যবাহী কারখানাকে অধিগ্রহণ করতে চাইলে, তার সেই অধিগ্রহণ বিলে কোন অজানা কারণে আজও সই হয়নি। এই কারখানায় তৈরি হয় দেশের প্রথম বাষ্পচালিত ছোট ছোট জাহাজ, রোড, রোলার ইত্যাদি। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর যন্ত্রাংশও তৈরি হয় এই কারখানায়। এছাড়া রেলের যাত্রীবাহী কোচ, ই এম ইউ কোচ, ওয়াগন, লোকো শেল ইত্যাদি এখানেই তৈরি হত। ভারতের বুকের অন্যতম সেরা এই কারখানা বর্তমানে সরকারি উদাসীনতার শিকার।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিড়লাপুর তিন ফটক ফেরিঘাটের বেহাল অবস্থায় নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা

ফেরিঘাটের চালচিত্র : ১

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিড়লাপুর তিন ফটক ফেরিঘাটের বেহাল অবস্থায় নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা। বৃহস্পতিবার বর্ষণমুখর দিনে ফেরিঘাটে গিয়ে যা দেখা গেল তা চরম অব্যবস্থার নজির বলা যেতে পারে। দীর্ঘদিনের প্রাচীন এই ফেরিঘাটের আগেও যা হাল ছিল তার থেকেও বর্তমানে আরো খারাপ হয়েছে। এই ফেরিঘাট থেকে ফেরি সার্ভিস আছে হাওড়া জেলার হিরাগঞ্জ পর্যন্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া জেলার প্রচুর মানুষ এই হুগলি নদীপথে যাতায়াত করেন। জেটি ঘাট বলতে কিছু নেই। ভাটার সময় পিছল সিঁড়ি ভেঙে দীর্ঘ নদী পথের কাঁদা মাড়িয়ে নিত্যযাত্রীদের ফেরিতে উঠতে হয়। মহিলারা পড়েন চরম দুর্ভোগে। এই ঘাটে কোন নজরদারিও নেই। লাইফ জ্যাকেটও চোখে পড়লো না। বর্ষার সময় উত্তাল নদীতে প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হয় নিত্যযাত্রীদের। এর আগেও এই নদীপথে ফেরি ডুবে গেছে। কিন্তু তাতেও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের। ঘাটে অপেক্ষারত ইমতিয়াজ মণ্ডল জানালেন, এই ফেরিঘাটে যাত্রী সাধারণের জন্য কোন বসার জায়গা নেই। নেই কোন সুলভ শৌচাগার। স্থানীয় একটি কালী মন্দিরের আলোয় আলোকিত হয় জায়গাটি। এখানে অবশ্যই জেটি ঘাট শৌচাগার এবং নিত্যযাত্রীদের বসার সেড তৈরি করা উচিত। প্রতিদিন আমরা যারা এপার ওপার করি তাদের প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হয়। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বিডিও শুভব্রত চক্রবর্তী এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

গাছতলায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহম্মদ বাজার ব্লকের মহম্মদবাজার গ্রামপঞ্চায়েতের বোডিংপাড়া ১৪৬ এবং ২৯০ নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র চলছে খোলা আকাশের নিচে গাছতলাতে। দীর্ঘ ১০–১২ বছর ধরে এইভাবে চলে আসছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। বৃষ্টি হলে খুব সমস্যা হয়। প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী, যে সমস্ত অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্র গাছতলাতে চলে অথবা কারো বাড়িতে চলে সেই সমস্ত সেন্টারগুলো নিকটতম কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা যায় কিন্তু কিছু সেন্টারকে করা গেলেও এই দুই অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্রকে নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়নি কারণ হিসাবে গ্রামবাসীরা অনেক দূরে হবে বাচ্চাদের পাঠাতে না। যোগাযোগ করা হলে মহম্মদবাজার ব্লক শিশু সুসংহত প্রকল্প আধিকারিক লোকনাথ দে বলেন, ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা চলছে। দূর হবে বলে বাচ্চাদের পাঠানোর ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের আপত্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিল্ডিং করার জন্য কেউ জায়গা দিচ্ছে না। অসুবিধার বিষয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলবো।

কাজের খবর

১০৯ জন নার্স নিয়োগ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি স্টাফ নার্স পদে ১০৯ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। জি.এন.এম. কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ বা, ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বি.এসসি. নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৪"এর হিসাবে ৪০ বছরের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে তপশিলী, ও.বি.সি.রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০৯টি (জেনাঃ ৫৯, তঃজাঃ ২৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি.-এ ক্যাটেগরি ১১, ও.বি.সি.-বি ক্যাটেগরি ৮)। এই পদের মেমো নং: CMOHN/HSS- 112/6436, Dated: 18-07-2024.. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.north24parganas health.org, www.wbhealth. gov.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (তপশিলী, ও.বি.সি. ৫০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় সরকারে ২০০৬ স্টেনো নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে কাজের জন্য স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-সি ও স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-ডি পদে ২০০৬ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্রেড ডি স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ইংরিজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ৮০টি ও ৫০টি শব্দ তোলার গতি থাকা দরকার। আর গ্রেড সি স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ইংরিজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ১০০টি ও ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকা দরকার। বয়স হতে হবে স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-সি পদের জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৩,৪০৪টি ও গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় গুডস ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজর, জুনিয়র অ্যাকাউন্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট ও সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১০,৮৮৪টি শূন্যপদের জন্য এবছর দরখাস্ত নেওয়া হবে। শূন্যপদ ২,০০৬টি। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। ২০২৪ সালের স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড-সি ও গ্রেড-ডি) এক্সামিনেশন"এর মাধ্যমে। প্রথমে কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে অক্টোবর-নভেম্বরে। পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে। পরীক্ষা হবে পূর্ব-ভারতে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা (কোড ৪৪১০), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৮০২), গ্যাংটক (৪০০১), কটক (৪৬০৫), সম্বলপুর, (৪৬০৯), দিসপুর (গুয়াহাটি) (৫১০৫), শিলচর (৫১১১), আগরতলা (৫৬০১), শিলঙ (৫৪০১), ইম্ফল (৫৫০১), আইজল (৫৭০১), ইটানগর (৫০০১), কোহিমা (৫৩০৩), পটনা (৩২০৬), ভুবনেশ্বর (৪৬০৪) ও রাঁচি (৪২০৫)। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৩টি পার্টে (ক) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং- ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (গ) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাঁটা হবে। সফল হলে স্কিল টেস্ট। গ্রেড-সি স্টেনো পদের বেলায় মিনিটে ১০০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটের স্টেনো টেস্ট হবে। তারপর ওই ম্যাটার মিনিটে ৪০টি শব্দ তোলার গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে। গ্রেড-ডি স্টেনো পদের বেলায় মিনিটে ৮০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটের স্টেনো টেস্ট হবে। তারপর ওই ম্যাটার মিনিটে ৫০টি শব্দ তোলার গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.ssc.gov.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে।

এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন ১৮ আগস্টের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তপশিলী, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। ফর্ম পূরণে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ২৭ ও ২৮ আগস্টের মধ্যে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

রায়গঞ্জে কোর্টে ৭৪ স্টেনো, ক্লার্ক, গ্রুপ ডি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রায়গঞ্জ জেলা জাজেস কোর্ট ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, প্রসেস সার্ভার, গ্রুপ-ডি (পিওন, ফরাস, নাইট গার্ড) পদে ৭৪ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য আবেদনের যোগ্য: ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার: মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ইংরিজি টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৪০টি ও ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে ও কম্পিউটার চালনায় (কম্পিউটার অপারেশন) যথার্থ টাইপিং স্পীড (ফিঙ্গারিং স্পীড) থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩ ২ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৩২১০০-৮২৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ২টি (ও.বি.সি. -বি ক্যাটেগরি ই.সি. ১টি, তঃউঃজাঃ ১টি)। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। কম্পিউটার অপারেশনে যথার্থ ফিঙ্গারিং স্পিড ও টাইপিং যোগ্যতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২২,৭০০-৫৮,৫০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩২টি (জেনাঃ ৭, জেনাঃ ই.সি. ৪, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ১, জেনাঃ প্রাঃসংকঃ ১, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ১, ও.বি.সি.-এ ক্যাটেগরি ২, ও.বি.সি. -এ ক্যাটেগরি ই.সি. ১, ও.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ২, ও.বি.সি. - বি ক্যাটেগরি ই.সি. ১, তঃজাঃ ৪, তঃজাঃ ই.সি. ২, তঃজাঃ প্রাঃসংকঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২, ই.ডব্লু.এস. ই.সি. ২)। লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট: ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। কম্পিউটার অপারেশনে যথার্থ ফিঙ্গারিং স্পিড ও টাইপিং যোগ্যতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৮,৯০০-৭৪,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৭টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ই.সি. ১, ও.বি.সি.-এ ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ ১, তঃজাঃ ই.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১)। প্রসেস সার্ভার: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্লাস এইট পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকলে ভালো হয়। বয়স ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২১,০০০- ৫৪,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৬টি (জেনাঃ ১, জেনাঃ ই.সি. ১, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ১, ও.বি.সি. এ ক্যাটেগরি ই.সি. ১, তঃজাঃ ২)। পিওন / ফরাস / নাইট গার্ড (গ্রুপ-ডি): কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্লাস এইট পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানা দরকার। বয়স ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২১,০০০-৫৪,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৭টি (জেনাঃ ৭, জেনাঃ ই.সি. ৩, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ১, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ প্রাঃসংকঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি.-এ ক্যাটেগরি ৩, ও.বি.সি. -এ ক্যাটেগরি ই.সি. ১, ও.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি. -বি ক্যাটেগরি ই.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ৩)। ওপরের সব পদের বেলায় তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ৩টি পেপারের পরীক্ষা হবে। প্রথম পেপারে জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে ১০০ নম্বরের দেড় ঘন্টার পরীক্ষা হবে। দ্বিতীয় পেপারে ডিকটেশন ও ট্রান্সক্রিপশন টেস্ট (২০০ নম্বরের)। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট। তৃতীয় পেপারে ১০০ নম্বরের কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট। সময় ১০ মিনিট। সবশেষে ১০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট ও ২০ নম্বরের কম্পিউটার চালনার দক্ষতা দেখা হবে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের বেলায় ২টি পার্ট থাকবে। প্রথম পার্টে - ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ইংলিশ, বাংলা, জেনারেল নলেজ আর অ্যারিথমেটিক। সময় থাকবে দেড় ঘন্টা। দ্বিতীয় পার্টে থাকবে ইংরিজি ও বাংলা বিষয়ের ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন। প্রতিটি পার্টে থাকবে ৫০ নম্বর। সময় থাকবে দেড় ঘণ্টা। এরপর ৩০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট ও কম্পিউটার টেস্ট। প্রসেস সার্ভার, পিওন, নাইট গার্ড পদের বেলায় ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের ইংরিজি, বাংলা, জেনারেল নলেজ ও বেসিক অঙ্ক। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সফল হলে ৩০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 22/DRC, Date: the 25th day of July, 2024. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২০ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে www.calcut-tahighcourt.gov.in,www.northdinajpur.dcourts.gov.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (১০০×১২০ পিক্সেলে), সিগনেচার (১৬০x৭০ পিক্সেলে), শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, কম্পিউটার ট্রেনিং সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট ও মেধাবী খেলোয়াড় সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ স্টেনো পদের বেলায় ৬০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৩০০) টাকা, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের বেলায় ৫০০ (তপশিলী, কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিং বা, ইউ.পি.আই.-এ জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

জীবনবিমায় ২০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : এল.আই.সি. হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদে যোগ্য: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৪"র হিসাবে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৬ থেকে ১-৭-২০০৩"এর মধ্যে। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ৩২,৮০০ টাকা। শুরুতে ৬ মাসের প্রবেশন। শূন্যপদ: ২০০টি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ৫টি, উত্তর প্রদেশ ১৭টি, সিকিম ১টি, অসম ৫টি, ছত্তিশগড় ৬টি, গুজরাত ৫টি, হিমাচল প্রদেশ ৩টি, জম্মু ও কাশ্মীর ১টি, কর্ণাটক ৩৮টি, মধ্য প্রদেশ ১২টি, মহারাষ্ট্র ৫৩টি, পুদুচেরী ১টি, তামিলনাড়ু ১০টি, তেলেঙ্গানা ৩১টি। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বরে, কলকাতা, শিলিগুড়ি, রাঁচী, গ্যাংটক-বড়ডং আগরতলা, পটনা, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বরে। ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, (২) লজিক্যাল রিজনিং, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, (৪) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, (৫) কম্পিউটার স্কিল। প্রতিটি পার্টে ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। সফল হলে এরপর হবে ইন্টারভিউ। সব শেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৪ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়ে বসাই টে: www.lichousing.com এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। এছাড়াও নিচের প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতের লেখায় লিখে স্ক্যান করে নেবেন: I (name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, ture and valid. I will present the supporting documents as and when required. এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করতে হবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ৮০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। টাকা দেবেন ডেবিট কার্ড (রুপে, ভিসা, মাস্টার কার্ড, ময়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই.এম.পি.এস., ক্যাশ কার্ড বা, মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ইত্যাদি নিয়ে যাবেন।

শরীর নিয়ে নানা কথা

রাতেই খোলা থাকবে ওষুধের দোকান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং: সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। ক্যানিং শহরেই রয়েছে মহকুমা হাসপাতাল। যেখানে প্রতিদিনই গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলা, ক্যানিং, বারুইপুর, কুলতলি, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। প্রতিনিয়ত রাতের বেলায় রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনদের কে সমস্যায় পড়তে হয়। অভিযোগ, ওষুধপত্র কিনতে সমস্যা হয়। রাতের দিকে কোন ওষুধের দোকান খোলা থাকে না। এমনকি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে রয়েছে ন্যায মূল্যের ওষুধ দোকান। ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে ঠিকই। কিন্তু অনেক সময় সমস্ত ধরনের ওষুধ সেখানে পাওয়া যায় না। রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, হাসপাতালের বাইরে রাত দশটার পর কোন ওষুধের দোকান খোলা থাকে না। ফলে রাতে চরম সমস্যায় পড়তে হয়। এমন সমস্য চলছিল দীর্ঘদিন। খবর পৌঁছায় ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের কাছে। জানা গিয়েছে বিধায়ক নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করে ক্যানিং শহরের বুকে সমস্ত ওষুধ দোকানের মালিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বিধায়কের অনুরোধে রাতে ওষুধ দোকান খোলা রাখতে রাজী হয়েছেন তাঁরা।তবে কবে কোন কোন ওষুধের দোকান খোলা থাকবে তাও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নির্দিষ্ট ভাবে জানিয়েছেন বিধায়ক। বিধায়ক জানিয়েছেন, যদি কেউ কোন সমস্যায় পড়েন, তাহলে সরাসরি আমাকে ফোন করুন।যতই রাত হোক না কেন সমাধান হবেই। যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে ততদিনই মানুষের পাশে থেকে সেবা করে যাবো।'

ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতার বার্তা স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং: ডেঙ্গু নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিলন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা।মঙ্গলবার দুপুরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সামনে ছোট্ট একটি নাটিকা উপস্থাপনা করা হয়। কীভাবে ডেঙ্গু মশা কামড় দে, কোথায় জন্ম হয়, ডেঙ্গুর লক্ষণ কী,ডেঙ্গু হলে কী কী করণীয়, প্রতিকার কীভাবে করা সম্ভব সেগুলো সমস্ত কিছুই নাটকের মাধ্যমে জনসমক্ষ তুলে ধরা হয়। এদিন এমন অভিনব ডেঙ্গু সচেতনতা অনুষ্ঠানে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা করাতে আসা অসংখ্য রোগীর পরিবার পরিজনেরা। উল্লেখ্য বর্ষা শুরু হলেই ডেঙ্গু সহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিশেষ করে বর্ষা শুরু থেকে ডেঙ্গু তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষ সচেতন হলে ডেঙ্গুকে দমন করা সম্ভব। এমন সচেতনতা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার ডাঃ বসুমিতা আঢ্যি জানিয়েছেন, 'বর্তমানে বর্ষার মরশুম চলছে। এক কথায় ডেঙ্গু আবির্ভাবের সময়। তাস্বত্ত্বেও আশার আলো ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এই মুহূর্তে কোনও ডেঙ্গু রোগী নেই। এটা একটা রেকর্ড। তাছাড়া সাধারণ মানুষ যাতে সচেতন হয় তার জন্য এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিকিৎসক দিবস উদযাপন

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া: ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন উলক্ষ্যে সিরাজবাটি চক্রের সোনামুই সাবালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়। ডঃবিধান চন্দ্র রায়ের জীবনী ও মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে সমস্ত কাজ করেছেন সেই সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরুণকুমার পাত্র। বক্তব্য শোনার পর সকল ছাত্র-ছাত্রী ভীষণভাবে খুশি হন। চতুর্থ শ্রেণির শুভম সামন্ত, অজয়কুমার আশ, মহঃআজিজ রহমান, তিয়াসা সামন্ত, সুস্মিতা পাল, ঈশিকা পারভিন বলে আজ আমরা ডঃ বিধান চন্দ্র রায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম যা আমাদের অনেক কিছুই অজানা ছিল। তাই আজকের দিনটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কেউটে, কালাচ, গোখরোকে উপেক্ষা করে সুন্দরবন সহ জেলাজুড়ে আধিপত্য বিস্তার চন্দ্রবোড়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং: সুন্দরবন তথা রাজ্যে মাত্র ৬ ধরনের বিষধর সাপের দেখতে পাওয়া যায়। ৬ প্রজাতির মধ্যে কালাচ, কেউটে ও গোখরো'র দেখা মেলে সুন্দরবন এলাকায়। এছাড়াও সুন্দরবনের গহীণ অরণে দেখা যায় প্রায় বিলুপ্তি প্রজাতির শঙ্খচূড় সাপ কে। সাধারণত এই ৪ প্রজাতির বিষধর সাপ সুন্দরবন এলাকায় দেখা যায়। এছাড়া কালাচ, কেউটে ও গোখরো'র কামড়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে। যদিও শঙ্খচূড় সাপের দেখা মেলে না সুন্দরবন সংলগ্ন লোকালয়ে।বিগত করোনা কাল থেকে চন্দ্রবোড়া সাপের উৎপাত বেড়েছে সুন্দরবন সহ সমগ্র জেলাজুড়ে। করোনা কালে বাসন্তী ব্লকের সোনাখালি এলাকায় বাসন্তী হাইওয়ে থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি চন্দ্রবোড়া সাপ।প্রায় ২ ফুট লম্বা এবং হৃষ্টপুষ্ট চেহারার। ইদানিং সুন্দরবনের বাসন্তী, ক্যানিং, জীবনতলা, হিঙ্গলগ, সন্দেশখালি এলাকায় চন্দ্রবোড়া সাপের আনাগোনা এক প্রকার বেড়ে গিয়েছে।

সুন্দরবন এলাকায় চন্দ্রবোড়া'র বিস্তার প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছে, 'মূলত সুন্দরবন এলাকা বাদ দিয়ে বারুইপুর, চম্পাহাটী, মগরাহাট, মথুরাপুর সহ রাজ্যে অন্যান্য প্রান্তে চন্দ্রবোড়া সাপের আনাগোনা রয়েছে। বর্তমানে বালি বোঝাই ট্রাক সহ মালবাহী গাড়িতে চন্দ্রবোড়া সাপ সুন্দরবন এলাকায় প্রবেশ করছে।পাশাপাশি সুন্দরবনের আবহাওয়ায় নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছে।যার ফলে দিনকে দিন চন্দ্রবোড়া তার এলাকা বিস্তার করছে। সাধারণত চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে মানবদেহের রক্তকণিকা ধ্বংস করে দেয়।বাংলার একমাত্র হিমোটক্সিক সাপ চন্দ্রবোড়া।এই চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে সব থেকে বেশি প্রাণহানী ঘটেছে বাংলায়। এটি ফণাহীণ সাপ,এদের গায়ে চাকা চাকা চন্দন হলুদ রঙের দাগ থাকে। এরা কামড়ালে রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল হয়। চিকিৎসা করাতে দেরী হলে রোগীর কিডনি নষ্ট হতে থাকে। মুত্রের সাথে রক্ত এসে যায়।এরা সাধারণত ২-৩ ফুট লম্বা হয়।চলতি বছরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সাময়িক রেকর্ড অনুযায়ী ১১০ জন বিষধর সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। যার মধ্যে চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের সংখ্যা ছিল ৬৬ জন। অর্থাৎ শতকরা ৬০ শতাংশ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ আগস্ট – ৯ আগস্ট, ২০২৪

মেষ রাশি : বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে এবং সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভবনা। আর্থিক তছরুপের সম্ভবনা। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধির সম্ভবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভবনা। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি। ভাই-বোনের সাথে সন্তানের সম্পর্কের অবনতি। বিবাহে সুফল লাভের সম্ভবনা। স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে সাংসারিক সমস্যার সমাধান। শারিরিক পীড়া বৃদ্ধি পেলেও তার থেকে অব্যহতির সম্ভবনা। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতিতে সাফ্যলে বাধা।

প্রতিকার : গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি: ব্যবসায় বিনিয়োগে অভুতপূর্ব সাফ্যলের সম্ভবনা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভবনা। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভবনা। বিনোদন জগৎ তথা নৃত্য-গীত-অভিনয় প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। পারিবারিক উর্পাজন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে পারিবারিক শান্তি। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি সহকর্মীদের অসহযোগ বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ফাটকায় অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির পুজো করুন।

মিথুন রাশি: সন্তানের পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। স্বজনে বিরোধ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম সত্ত্বেও আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভবনা। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার বুধের মন্ত্র জপ করুন।

কর্কট রাশি: বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থাগমের সুযোগ আসতে পারে। চুরি বা পকেটমার থেকে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বৃদ্ধির সম্ভবনা। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : শনি গ্রহের পুজো করুন।

সিংহ রাশি: উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভবনা। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। অর্জিত অর্থ পেতে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। অভিনয় তথা বিনোদন জগৎ এ প্রবেশ করার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ম স্তোত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি: কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য না হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভবনা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। নামী সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রুর বৃদ্ধি। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে সুনাম বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন নারায়ণ মন্ত্র জপ করুন।

তুলা রাশি: সৃষ্টিকার্যে অগ্রগতি এবং উপার্জনের সম্ভবনা। প্রতিকূলতার সত্ত্বেও কর্মোনতির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভবনা। আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধান। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার :প্রত্যেক মঙ্গলবার কেতু গ্রহের ছয়মাস পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি: ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। বিষয়-আশয় নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে আলোচনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অমনস্কতা বৃদ্ধি। বেকারদের চাকরির সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। দেহের নিম্নাঙ্গে কোনো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলা মোকোদ্দমার সুরাহা হতে পারে।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের যব দিন।

ধনু রাশি: পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। কাজকর্মে মানসিক অশান্তি। গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধ। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। কোনো অযাচিত মামলায় জড়িয়ে পরার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার রাহুর পুজো করুন।

মকর রাশি: ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি। প্রশাসনিক স্তরে কর্মরত ব্যক্তিদের সাফল্য। বিনোদন জগতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সুফল। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি।

প্রতিকার :প্রতিদিন ১১ বার 'ওমঃ বায়ুপুত্রায় নমঃ' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি: নতুন গৃহে প্রবেশ বা গৃহ নির্মানের সুবন্দোবস্তো হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক অশান্তি বৃদ্ধি। ফাটকায় বিনিয়োগ না করাই ভালো। সৃষ্টিকার্যে কর্ম স্বীকৃতি ও অধিক উর্পাজনের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : ৪৪ বার প্রতিদিন 'ওঁ মনায় নমঃ' জপ করুন।

মীন রাশি: কাজকর্মে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগতি। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থের উন্নতি। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

শব্দবার্তা ৩০৬

১		২	■	■	৩		৪
	■	৫				■	
	■		■	■	■	৬	
৭	৮			■	■		■
■		■	■	৯	১০		১১
১২		■	■	■		■	
	■	১৩				■	
১৪			■	■	১৫		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অনুমান ৩। অসাধারণ কর্ম বা কর্মসাধন ৫। অকারণ, শুধুশুধু ৬। পঙক্তি ৭। মাপ,ওজন ৯। ফন্দি ১২। গৃহ বা বাড়ি ১৩। বংশ ১৪। গুণের ধারাবাহিক তালিকা ১৫। প্ররোচনা।

উপর-নীচ

১। বাংলার আঞ্চলিক লোকগানবিশেষ ২। ভূসম্পত্তি ৩। বড় ও মোটা দড়ি ৪। তরঙ্গ, ঢেউ ৬। সাবধান ৮। পাঠক, যে পড়ে ১০। সেই মুহূর্তেই,তৎক্ষণাৎ ১১। শক্তিশালী ১২। ব্যাপার,যা ঘটে ১৩। রবীন্দ্রগল্প।

সমাধান : ৩০৫

পাশাপাশি : ১।অপরা ৪।লহনা ৫।মর্যাদাবান ৬।পরিনয় ৭।সমাচার ৯।দেখাসাক্ষাৎ ১১।কামিল ১২। জবর।

উপরনীচ : ১। অনাময় ২। রামদা ৩। আপনপর ৬। পরিদেবন ৭। সৎকার ৮। চাতাল ১০। সাইজ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

জোড়া খুনের সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : মে মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ঢোলাহাট থানার দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুদাসপুরে নিজের বাড়িতে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয় দুই বোনকে। এই হাড়হিম করা খুনের তদন্তে নেমে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে, খুন হওয়া বোনেদের ভগ্নিপতি ও ভাইপোকে। তারা এখন ডায়মন্ড হারবার সংশোধনাগারে। তবে খুন হয়ে যাওয়া দুই বোনের অন্যান্য বোন এবং তার পরিবারের দাবি, প্রকৃত দোষীকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি এবং তদন্ত এগোয়নি,তারা যাদের নামে অভিযোগ করেছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের অনেকের নাম দেওয়া হয়নি। এমনকি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলে পরিবার। বোন এবং তার পরিবারে আরো দাবি খুন হয়ে যাওয়া দুই বোনের এবং তাদের বাবার যে সমস্ত সম্পত্তি এলাকায় রয়েছে সেই সমস্ত সম্পত্তি জোর করে দখল করেছে স্থানীয় ব্যক্তি গৌরহরি মাল। সেই জায়গা তারা ছাড়তে চাইছে না। কোর্টের দ্বারস্ত হওয়া অভিযোগকারী প্রশেন মণ্ডলের দাবি প্রকৃত দোষীদের শাস্তির জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা। তারা চায় খুনের ঘটনা সিবিআই তদন্ত করুক। প্রকৃত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চায় তারা। অন্যদিকে যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, প্রাক্তন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গৌরহরি মাল দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। খুন হয়ে যাওয়া বোনেদের বাবা বেঁচে থাকতে তিনি এই জায়গা কেনেন, যার ডেমির কাগজে লেখা আছে তবে রেজিস্ট্রি করা হয়নি। দীর্ঘ বহু বছর ধরে তিনি দখলেও আছেন। তাই বোনেদের উচিত যারা বেঁচে আছে বাবার বিক্রি করা জায়গা তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া।

১০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৮ জুন সন্ধ্যায় ক্যানিং থানার পুলিশ ক্যানিংয়ের তালদি এলাকা থেকে উদ্ধার করল ১০ কেজি ৮০০ গ্রাম গাঁজা। মূলত একটি অটোতে করে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা আনা হচ্ছিল ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী এলাকাতে। তালদির কাছে পুলিশ তাদেরকে আটকায়। অনুপ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ গাঁজা এনে গণেশ মাইতি নামে এক ব্যক্তির হাতে তা তুলে দেওয়ার কথা ছিল। যখনই সেখানে গাঁজার প্যাকেট গুলো হস্তান্তরের চেষ্টা হচ্ছিল তখনই পুলিশ পৌঁছোয় এবং উদ্ধার করে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কোথা থেকে গাঁজা নিয়ে এসেছিল? কার কাছে বিক্রি করার কথা ছিল? সবই জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য কয়েকদিন আগেই ক্যানিংয়ের মাতলা ব্রিজের সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। তারপর নতুন করে আবার এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে জেলাতে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের কাছে ধৃত ২ জন স্বীকার করেছে তারা হাওড়া থেকে গাঁজাগুলো নিয়ে আসছিল।

ছেলে ও বৌমার হাতে খুন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আকড়া শিব মন্দির এলাকায় ছেলে ও বৌমার হাতে খুন হলেন তাদের বৃদ্ধা মা প্রভা নাথ (৬৫)। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর ছেলে বিজয় নাথ এবং বৌমা মালতি নাথের সঙ্গে থাকত তাদের মা। তাদের বাড়িতে ঝগড়া অশান্তি লেগেই থাকবে জায়গা জমিকে কেন্দ্র করে। গত শনিবার রাতে পাড়া প্রতিবেশীরা তাদের এলাকায় পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ওই এলাকায় গিয়ে প্যাকিং করা এক রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হসপিটালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল থেকে জানানো হয় ওই বৃদ্ধা মৃত। পুলিশ ছেলে এবং বৌমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশি সূত্রে জানা যায় ছেলে ও বৌমা তাদের মাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে প্যাকিং করে একটি পরিত্যক্ত ঘরে রেখে দিয়েছিল। অভিযুক্তরা নাকি তাদের দোষ স্বীকারও করেছে। রবিবার দুই অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয়।

খুন মা, গ্রেপ্তার ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দ্রপুর থানার পাতাডাঙা গ্রামে শাবল দিয়ে মাকে খুন করলো ছেলে। মৃতের নাম বাসন্তী কুণ্ডু (৫৭)। লোটন বিভিন্নধরনের নেশা করত বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে প্রায়ই বাড়িতে অশান্তি হত। বুধবার রাতে সেইনিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসার পরেই লোটন শাবল দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বাসন্তী। স্থানীয়রা তাঁকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। লোটনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, জখম ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মাত্র একবিঘা চাষযোগ্য জমি নিয়ে বিবাদ ছিল দুই পরিবারের। মামলাও হয়। নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের গোবরমারি গ্রামের সেই জমির উপর কেউ যাতে না যায় সেই নির্দেশও ছিল। মঙ্গলবার ওই জমিতে ধান রোয়ার কাজ করার সময় দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ বাধে। শুরু হয় মারামারি। ঘটনায় উভয় পরিবারের জখম ১২ জন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে ঘটনায় একে অপরের বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

প্রেমিকের যোগসাজশে দেওরের বাড়িতে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় মাত্র ৬ ঘন্টার মধ্যে কিনারা করল ক্যানিং থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ডাকাতি হওয়া সমস্ত জিনিসপত্র ও নগদ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ধৃতরা হল রাখি প্রামাণিক,সারথী প্রামাণিক ও সারথী প্রামাণিকের প্রেমিক বাপি মোল্লা। আবার সারথী প্রামাণিক সাথে মা মেয়ের সম্পর্ক রাখি প্রামাণিকের। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর, ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের ১ নম্বর দিঘীরপাড় গ্রামের বাসিন্দা বিমল প্রামাণিক পেশায় তিনি ক্ষৌরকার। তাঁর ক্যানিং হাসপাতাল সংলগ্ন তাঁতকল মোড় এলাকায় একটি সেলুন রয়েছে। সোমবার রাতে বাড়িতে ছিল ভাইঝি রাখি ও বিমল বাবুর মা যমুনা দেবী। প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছিলেন সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ির আলমারী ভেঙে ১০ লক্ষের অধিক টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ডাকাতি হয়। খবর পেয়ে সেলুন থেকে বিমল বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় ভাইঝির হাত, পা, মুখ বেঁধে ফেলে রেখে ডাকাতরা সর্বস্ব নিয়ে গিয়েছে। রাতেই ঘটনাস্থলে হাজীর ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী রাখি ও তার মা সারথীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ জানতে পারে সারথী তার দীর্ঘদিনের প্রেমিক বাপি মোল্লার সাথে কথা বলে এমন ডাকাতির ছক তৈরী করে। সারথীর বয়ান অনুযায়ী রাতেই ঘটকপুকুর এলাকা থেকে বাপি মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় সমস্ত টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী।খুশি বিমল প্রামাণিক।

অস্ত্র উদ্ধার গ্রেপ্তার ৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : ক্রেতা সেজে গত ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় সারি বাগানের কাছে অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে খয়রাশোল থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ আলি হোসেন বাড়ি পুরশুন্ডা গ্রামে। ধৃতের ব্যাগ থেকে ১টি অটোমেটিক কার্বাইন মেশিন গান, দুটি ম্যাগাজিন ও ১০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। হোসেনকে জেরা করে আরেক অস্ত্র কারবারীকে ডেমুটিটা গ্রামের শেখ জাফিরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সুভাষ উদ্যান থেকে ময়লা ডিপো পর্যন্ত শিল্পাঞ্চলে রাস্তা যেন মৃত্যু ফাঁদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ পুরসভার অন্তর্গত সুভাষ উদ্যান মোড় থেকে ময়লা ডিপো পর্যন্ত শিল্পাঞ্চলের রাস্তা বর্তমানে মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তার শেষ দিকে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো শিল্প গড়ে উঠেছে। শিল্পাঞ্চলে প্রচুর মানুষকে রুটি রোজগারের তাগিদে আসতে হয়। এই আনন্দমোহন ঘোষ রোডে প্রচুর তেলের ট্রাঙ্কার যাতায়াত করে। সুভাষ উদ্যান খেলার মাঠ সহ একাধিক বিদ্যালয় আছে এই রাস্তার ওপর। ৯ নম্বর ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝামাঝি এই রাস্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। কিন্তু দীর্ঘদিন হল এই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত বিপদজ্জনক হয়ে উঠেছে। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বর্ষার জল জমে পরিস্থিতি

আরো খারাপ হয়ে উঠেছে। মানুষকে প্রাণ হাতে করে এই পথে নিত্য যাতায়াত করতে হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ ব্যানার্জি এবং তাপস দাস জানালেন, অবিলম্বে পুরসভার এই রাস্তা সংস্কার করা উচিত। আমরা অত্যন্ত সমস্যার মধ্যে আছি। এমনকি সুভাষ উদ্যান মোড়ে যে শৌচালয়টি আছে সেটিরও অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত জানান, এ এম ঘোষ রোডের শেষ প্রান্তে মাটির নিচে একটি জলের বড় রিজার্ভার বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ওই রিজার্ভার থেকে আরও একটি পাইপ বিভিন্ন দিকে যাবে। তাই এখুনি স্থায়ীভাবে রাস্তা সংস্কার হলে আবারও পাইপলাইন করার জন্য রাস্তার অবস্থা বেহাল হবে। রাস্তা সংস্কারের জন্য ৬ কোটি টাকাও বরাদ্দ হয়েছে। পেপার ব্লকের কাজ হবে। কিন্তু সেটি করতে একটু সময় লাগবে। তাই আপাতত খুব শীঘ্রই দু-তিন মাসের জন্য রাস্তার প্যাচওয়ার্ক এর কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। তারপর পাইপলাইনের কাজ সম্পন্ন হলে স্থায়ীভাবে রাস্তার সংস্কার করা হবে। সাধারণ মানুষকে একটু সহযোগিতা করতে হবে প্রশাসনের সঙ্গে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পুলিশকে তেল দিচ্ছে না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সবার ধারণা পুলিশকে প্রচুর তেল দেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি জানা গেল, ডায়মণ্ডহারবার মগরাহাট, ফলতা, মন্দিরাবাজার প্রভৃতি থানার গাড়ীগুলি তেলের অভাবে অচল হয়ে পড়েছে। প্রকাশ ডায়মন্ডহারবারের আশা পেট্রল পাম্পের প্রায় ৫০ হাজার টাকার বিল অনাদায়ী থাকায় তারা সরকারকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ীগুলি অচল হওয়াতে থানার কর্মচারীদের ঘটনাস্থলে দ্রুতগিয়ে তদন্তকরা সম্ভব হচ্ছে না। এই সুযোগে দুষ্কৃতিকারীরা সহজেই গা ঢাকা দিচ্ছে। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার এস, পি র তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

৮ম বর্ষ, ২০ জুলাই ১৯৭৪, শনিবার, ৩০ সংখ্যা, ৩ শ্রাবণ, ১৩৮১

আবারো নিরীহ নাগরিকের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ, উঠছে নিরাপত্তার প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় গভীর রাতে মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ২৯ জুলাই রাত ১১:৩০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ পুরসভা এলাকায় সুজিত কুমার দাস নামে ৬১ বছরের এক নিরীহ নাগরিকের উপরে প্রাণঘাতি আক্রমণ নেমে এলো। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তি একটি ঔষধের দোকানের কর্মচারী। দোকানের কাজ কর্মের পর তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। ওনার বাড়ি বজবজ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বালুরঘাট এলাকায়। দোকানটা ফেলে কিছুক্ষণ যাবার পরেই বজবজ স্টেশন রোড লাগোয়া ফায়ার ব্রিগেডের অফিসের কাছে ২ জন মদ্যপ যুবক রাস্তা আগলে দাঁড়ায়। এবং টাকা পয়সা দাবি করে। ওই ভদ্রলোক টাকা পয়সা দিতে রাজি না হলে, এক মদ্যপ যুবক মদের বোতল রাস্তায় ভেঙে ওই ব্যক্তির উপরে আক্রমণ করে। ভাঙ্গা বোতল দিয়ে ওই ভদ্রলোকের গলায় বার বার কোপানো হয়। ওই ভদ্রলোক চিৎকার চেঁচামেচি করলে, ফায়ার ব্রিগেড দপ্তরের আধিকারিকরা ছুটে আসেন। দুই মদ্যপ যুবক পালিয়ে যায়। ফায়ার ব্রিগেড এর আধিকারিকরা ওই রক্তাক্ত ভদ্রলোককে প্রথমে বজবজ পৌর হাসপাতালে নিয়ে যায় তারপরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওইখানেই ভদ্রলোকের গলায় অস্ত্রোপচার হয় এবং গলায় বাইশটি সেলাই পড়ে। তারপর এই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বজবজ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ পেট্রোল গাড়ি। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। পুলিশি সূত্রের খবর স্থানীয় কোন দুই দুষ্কৃতি এই ঘটনা ঘটিয়েছে মদ্যপ অবস্থায়। আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে মহেশতলায় এক প্রবীণ নাগরিক গভীর রাতে ওষুধ কিনতে বেরিয়ে ছিনতাই বাজের কবলে পড়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা এলাকায় বেড়ে যাওয়ায় এলাকায় মানুষের গভীর রাতে নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

সরকারি বাসে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ দুর্গাপুর থেকে রায়গঞ্জগামী সরকারি বাস (ডব্লিউ বি ৬৩ এ ৫৭৯৫) থেকে ৬০ নং জাতীয় সড়কের মহম্মদবাজার ব্লকের তারাপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে ৬৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। এইঘটনায় তিন মহিলাকে আটক করা হয়েছে। দুর্গাপুর থেকে গাঁজা এনে মুর্শিদাবাদ পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। আটক করা তিন মহিলাকে মহম্মদবাজার থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তুমুল বৃষ্টিতে ভাসল দক্ষিণবঙ্গ

দেবাশিস রায় : বৃহস্পতিবার রাত থেকে দফায় দফায় মুষলধারে বৃষ্টিপাতে ভাসল দক্ষিণবঙ্গ। রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান থেকে শুরু করে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ অংশ কার্যত চলে যায় জলের তলায়। বিভিন্ন এলাকার স্কুল, কলেজ, হাটবাজার, মাঠঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ায় শুক্রবার বেলা পর্যন্ত জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া, কালনা, দাঁইহাট শহরের একটা বিরাট অংশের বাসিন্দাদের দীর্ঘক্ষণ জলমগ্ন অবস্থায় কাটাতে হয়। এই জেলার কাটোয়া ১ নং ব্লকের পঞ্চাননতলা এলাকায় রাস্তার ওপর দিয়ে নদীর জল প্রবাহিত হওয়ায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তবে, বিপর্যয়ের মধ্যেও মাঠ ভরতি জল পেয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার আমন চাষিরা কার্যত খুশি।

পাথরপ্রতিমায় এস এল ডব্লিউ এম প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকে পূর্ণচন্দ্রপুর শ্রীনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারানগর এলাকায় এস এল ডব্লিউ এম(সয়েল লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) প্রোজেক্টের শুভ উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশমতো রাজ্যের প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন প্রকল্পের উদ্বোধন হচ্ছে। যেখানে অঞ্চলের বাড়ি বাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ তুলে এনে জৈব সার তৈরি হবে এবং সেই জৈব সার বিক্রি করে এলাকার মানুষজন স্বাবলম্বী হবে। এই প্রকল্প বহুদিন চালু হয়েছে। উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৩১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে, ইতিমধ্যে ৮৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রকল্প চালু করা সম্ভব হয়েছে এবং এই মাসের মধ্যে আরও ২৫ টি উদ্বোধন হবে। মোট ১১৫ টি এস এম ডব্লিউ এম প্রজেক্টের উদ্বোধন করা সম্ভব হবে। জেলার আর সব গ্রাম পঞ্চায়েতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রকল্প শুরু হবে জানান জেলাশাসক। আজ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে তারানগর হাই স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে জেলাশাসক গাছের চারা লাগিয়ে সবাইকে গাছ লাগান প্রাণ বাঁচানের বার্তা দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাধিপতি নিলিমা মিস্ত্রি বিশাল, কাকদ্বীপের এসডিও, অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ বহু বিশিষ্ট মানুষজন।

বেআইনি বহুতলে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। কলকাতা শহরতলির সোনারপুরে জলাভূমির উপর তৈরি বেআইনী বহুতল ভাঙতে এগিয়ে এল ব্লক প্রশাসন। বেআইনীভাবে কোনো রকম অনুমোদন ছাড়াই তৈরি হয়েছে বহুতল। কলকাতার মুকুন্দপুর লাগোয়া জগদীপোতায় জলাভূমি ভরাট করে তৈরি করা হয়েছিল বহুতল। কলকাতার উচ্চ আদালতের নির্দেশে এই বহুতল ভাঙার কাজ শুরু করল সোনারপুর ব্লক প্রশাসন বৃহস্পতিবারে। সোনারপুর বিডিও ও নরেন্দ্রপুর থানার আইসি সহ পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে এই বেআইনী নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হল। সুপ্তি জানা নামে একজন ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো বাড়িটি ভেঙে ফেলা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে খেয়াদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতা জানান এই এলাকায় যে সমস্ত বেআইনী নির্মান হয়েছে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন তাঁরা। নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে এই বহুতল নির্মান হল তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

এনআইএ পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : খয়রাশোল ব্লকের গাংপুর গ্রামের নিরঞ্জন মণ্ডল ও মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের ছবি দিয়ে গাংপুরে তাঁদের বাড়িসহ এলাকার গুরুত্বপূর্ণস্থানে রঙিন পোস্টার সাঁটালো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ২০১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর গাংপুর গ্রামে বাবলু মণ্ডলের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে নামে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ। নিরঞ্জন মণ্ডল ও মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের সন্ধান দিতে পারলে প্রত্যেকের জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে – এমনই পোস্টার পড়ে গাংপুর গ্রামসহ লোকপুর থানা চত্বরে। পোস্টার দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিল।

বজবজ থেকে চুরি সোনা মহারাষ্ট্র থেকে উদ্ধার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানা এলাকার একটি স্বর্ণ বিপণী থেকে ৩০ লক্ষ টাকার সোনার বাঁট ও নগদ টাকা চুরি গিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২৪ এপ্রিল। দোকানের মালিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বুঝতে পারেন দোকানের কর্মচারী এই সোনার বাঁট এবং টাকা লুট করে পালিয়ে গেছে। অভিযুক্তর বাড়ি ছিল মহারাষ্ট্র শহরের সোলাপুর জেলায়। বিষয়টি দোকানের মালিক বজবজ থানায় লিখিত আকারে অভিযোগ হিসাবে জমা দেন। তারপর ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা এই ঘটনার তদন্তে নামে। গত ২৯ জুলাই সোমবার ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার এসপি কার্যালয়ে পুলিশকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে আধিকারিকরা জানান, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি বারবার সিম পরিবর্তন করছিল বলে ধরতে অসুবিধা হচ্ছিল। গত ২৩ জুলাই বজবজ থানার একটি টিম মহারাষ্ট্রে পৌঁছে যায়। সোলাপুর জেলার গ্রাম থেকে ওই অভিযুক্ত সমাধান পোপাট গোরাদকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ২২ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। আশা করা যায় বাকিটাও উদ্ধার হয়ে যাবে।

জমা জলে সমস্যায় পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বুধবার ভোর রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড। সমস্যায় পৌরবাসী থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়ারা। একটু ভারী বৃষ্টি হলে পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়। আর বুধবার ভোর রাত থেকে বৃহস্পতিবার বেলা পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১,২,৩,৪,৫, ৬,৭, ৮, ১১, ১২ ও ১৩ নং ওয়ার্ডের বেশির ভাগ রাস্তা জলমগ্ন। এমনকী জলমগ্ন জয়নগর স্টেশন মোড়,সার্কাস মাঠ, বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য রোড, শিবনাথ শাস্ত্রী সরণি,ধন্বন্তরী রোড সহ একাধিক রাস্তা। জল জমে থাকায় হাঁটু সমান জল ঠেলে স্কুলে বা কোমর সমান জল ঠেলে ট্রেন ধরতে যেতে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে। মূলত পৌরসভার জলনিকাশি নালা দখল করে দোকান গজিয়ে ওঠায় ও সংস্কার না হওয়ায় এই জলমগ্ন অবস্থায় ভুগতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে।এব্যাপারে পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বিষয় টি দেখার আশ্বাস দিলেন।

সময়ে ট্রেন চালানোর দাবিতে অবরোধ, দুর্ভোগ সারাদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: সকাল থেকে লোকাল ট্রেন অবরোধে নাকাল যাত্রী সহ অন্যান্যরা। ফের ট্রেন চলাচলের সমস্যা নিয়ে যাত্রী বিক্ষোভে বুধবার সকাল থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ব্যাপকভাবে ব্যাহত ট্রেন চলাচল। ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে বিক্ষোভে শামিল হন যাত্রীরা। যার জেরে সকাল থেকেই সময়মতো ট্রেন চলছে না। বড়সড় সমস্যার মুখে নিত্যযাত্রীরা। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলতে থাকায় জিআরপির তরফে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা হয়। তাঁদের অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ করা হয়। পালটা যাত্রীদের দাবি, গত তিনমাস ধরে এভাবেই ট্রেন অসময়ে চলছে, তাতে গন্তব্যে পৌঁছতে তাঁরা ব্যাপক সমস্যায় পড়ছেন। বার বার এনিয়ে রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই আজ তাঁরা অবরোধে নেমেছেন। রেল সূত্রে জানা গেল,বুধবার ভোরে শিয়ালদহগামী আপ ডায়মন্ড হারবার লোকালটি অনেক দেরিতে ছেড়েছে। তাতেই কার্যত একেবারে খেপে লাল হয়ে যায় নিত্যযাত্রীরা। রেললাইনে বসে অবরোধে নেমে পড়ে তাঁরা।সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রেলট্র্যাকে ইটের স্ল্যাব ফেলে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মগরাহাট–সহ একাধিক স্টেশনেও যাত্রী বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। এ বিষয়ে দক্ষিণ–পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, তবে ট্রেন দেরিতে চলার সমস্যা মেনে নিয়ে বলেন, রেলের ক্রসিংয়ে গেট ঠিকমতো ওঠানামা করলেই ট্রেন সময়মতো চলতে পারবে। যাত্রীদের দাবি, আগে রেলের তরফে আশ্বাস চাই যে দিনের পর দিন এভাবে দেরিতে ট্রেন চলা বন্ধ হবে। তবেই তারা অবরোধ তুলবেন।এদিকে যে কোনো ধরনের গন্ডগোল এড়াতে ডায়মন্ড হারবার সহ একাধিক স্টেশনে বহু পুলিশ নিয়োগ করে রেল।

নিকাশী শোধনে মহেশতলায় খাটাল নিয়ন্ত্রণে পৌর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: গোরু–মোষের খাটালের বর্জ্য নেচার পার্ক থেকে সন্তোষপুর এলাকার নিকাশি নালায় পড়ার ফলেই স্থানীয় মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ ও কলকাতা পৌরসংস্থা গার্ডেনরিচের ১৫ নম্বর বরোর একাংশের নিকাশি ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হচ্ছে বলে কলকাতা পৌরসংস্থার সুয়্যারেজ ও ড্রেনেজ ডিপার্টমেন্টের মেয়র পারিষদ তারক সিংহের বক্তব্য। মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রস্থিত মহেশতলা পৌরসভার যে ৯ টি ওয়ার্ড ও মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রস্থিত ওই পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে যে গোরু–মোষের যেসব খাটাল রয়েছে, সেই খাটালের বিশাল পরিমাণ বর্জ্য স্থানীয় নিকাশিনালা ফেলা হতো। ফলে স্থানীয় নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হতো। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধানে ২৯ জুলাই কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ তারক সিংহের নেতৃত্বে মহেশতলা পৌরসভার পৌর ভবনে এক জরুরি সভা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, মহেশতলা পৌর এলাকায় যে ৪৪ টি গোরু–মোষের খাটাল রয়েছে, তাদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয় এই খাটালের গোবর নিকাশিনালায় ফেলার ফলে মহেশতলা, কলকাতার নিকাশি ব্যাহত হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থায় এবিষয়ে সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আজ মহেশতলা পৌরসভাও খাটাল মালিকদের সঙ্গে জরুরি সভায় ঠিক হয়েছে, কমবেশি ৪৪ টা খাটালে মহেশতলা পৌরসভার তথ্যানুযায়ী কমবেশি ৭৮০ টি গোরু–মোষ আছে, তাতে নিত্য যে ১৬ মেট্রিকটন করে যে গোবর বের হয়, মাসে কমবেশি যে ৪৮০ মেট্রিকটন যে গোবর হয়,

এটা একটা বিশাল পরিমাণ গোবর। এতোদিন যার পুরোটাই নিকাশি নালা ফেলা হতো। ফলে নালা জাম হয়ে নিকাশি ব্যবস্থা ব্যাহত হতো। তারক সিংহ এদিন জানান, কলকাতা পৌরসংস্থা সাড়ে ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করে, গার্ডেনরিচের নেচার পার্ক থেকে সন্তোষপুর পর্যন্ত নিকাশিনালা দীর্ঘদিনের বর্জ্য তোলা হয়েছে। এখন ১৭২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, তাসত্ত্বেও এখানে বৃষ্টির জল জমেনি। ওই বিশাল পরিমাণ গোবর আর নিকাশি নালায় ফেলতে দেওয়া হবে না। এটাই এদিন আলোচনা হয়েছে। তবে সমস্যা সমাধান নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন যে, এই গোবরটা চারটি গাড়ি করে নিত্য তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। খাটাল কর্মীরা গাড়িতে গোবর তুলে দেবে। কলকাতা পৌরসংস্থার নির্দিষ্ট জায়গায় এই গোবর দিয়ে গোবর গ্যাস তৈরি করা হবে। আর এখানেও পরবর্তী কালে একটি গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট বসানো হবে। আর এখান থেকে যে বর্জ্য বের হবে, তা কলকাতা পৌরসংস্থার নার্সারি গুলো কিনে নেবে। তাহলে কলকাতা ও মহেশতলা পৌরসভার একাংশে নিকাশি সমস্যা মিটবে। বিশেষ করে মহেশতলার ১ থেকে ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ও কলকাতা পৌরসংস্থা ১৩৬ – ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশি সমস্যার সমাধান হবে। তবে মহেশতলায় পৌরসভার অনুমোদিত বাড়িঘর ছাড়াও বহু অবৈধ বাড়ি যার যেখানে সম্ভব হয়েছে একটা বাড়ি করে নিয়েছে। এমন অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে। পৌরসভাও নোটিশ করছে। মানুষ সজাগ সচেতন না হলে, মহেশতলা নিকাশি সমস্যা মিটবে না। মহেশতলার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের আলমপুর ডেয়ারি ফার্মাসির মালিক আবদুল করিমের বক্তব্য, আজকে খাটালের গোবর সংক্রান্ত সমস্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা ৪৪ জন খাটাল মালিক তা মেনেও নিয়েছি। এদিনের সভায় কমবেশি ২০ জন খাটাল মালিকসহ উপস্থিত ছিলেন মহেশতলা উপপৌরপ্রধান আবুতাহের মোল্লা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি তারক হালদার, জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের সিআইসি সুকান্ত বেরা, ১ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি সত্যেন্দ্র সিংহ, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সুমন রায়চৌধুরী, কার্যনির্বাহী আধিকারিক সঞ্জয় দাশগুপ্ত, পৌর সচিব সজল সুর, মহেশতলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যানিটারি ইন্সপেক্টর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ৩ আগস্ট – ৯ আগস্ট, ২০২৪

নিসার

নাসা এবং ইসরোর যৌথ উদ্যোগে এবছরেই সবচেয়ে ব্যয়বহুল পরিবেশ সংক্রান্ত কৃত্তিম উপগ্রহ মহাকাশে যাবে। খবরে প্রকাশ বিশাল অর্থের মাত্র পনেরো শতাংশ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইসরো প্রদান করবে। বাকি অর্থ আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা দেবে। প্রায় তিন বছর মহাকাশে থেকে পৃথিবীর বিশেষ করে ভারতের ভূপৃষ্ঠ, জলস্তর, পাহাড়, খনিজসম্পদ ইত্যাদির উপর তীক্ষ্ণ নজরদারী চালাবে। এবছর প্রথমেই উৎক্ষেপনের কথা থাকলেও ইসরোর বিজ্ঞানীদের পরামর্শে 'নিসার' নামের এই কৃত্তিম উপগ্রহের উৎক্ষেপন পিছিয়ে যায়। জানা যাচ্ছে, সুক্ষ্ম সোনার তারের চল্লিশ মিটার প্রশস্ত প্রতিফলক বিশিষ্ট এই কৃত্তিম উপগ্রহ নিসার প্রতি বারোদিন অন্তর পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতি পরিবেশকে কয়েকটি সেন্টমিটার পর্যন্ত নিখুঁত তথ্য তুলে আনবে। আগ্নেয়গিরির তাপমাত্রা, সমুদ্রে উপকূলে জলবৃদ্ধি কিংবা মাটি কতটা নীচে নামছে এমন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৃথিবীতে বিশ্লেষনের জন্য পাঠাবে। বিজ্ঞানীদের নানা ইঙ্গিত রয়েছে আগামীদিনে বসুন্ধরার ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভবিষ্যতে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির জাগরণ, জলস্তর বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করবে বলে জানানো হয়েছে। নিউইর্য়ক শহর কিংবা কোলকাতা কিংবা মুম্বাই সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ার আগামীদিনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন স্বাভাবিক ভাবেই এক্ষেত্রে 'নিসার' পথ দেখাতে পারে। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইতিমধ্যে বহু দেশের শতাধিক কৃত্তিম উপগ্রহকে মহাকাশের কক্ষপথে স্থাপন করেছে সঠিকভাবে। এইবছর ফেব্রুয়ারিতে ইসরো যে কৃত্তিম উপগ্রহ উৎক্ষেপন করেছে। সেটিও সঠিকভাবে আবহাওয়ার খবর দিয়ে যাচ্ছে। এখন দেশে বড় ঝড় এলেও প্রাণহানী তুলনামূলক ভাবে কম হচ্ছে। পূর্বাভাষ দেওয়ার সত্ত্বেও কেরলে ভূমিধসে বহু মানুষ মারা গেছে এটা দুর্ভগ্যজনক বিষয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চাঁদ, মঙ্গল, সূর্য এবং শুক্র গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করতে নানা কৃত্তিমগ্রহ বানিয়েছে। আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে মহাকাশ অভিযান বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বলে মনে করা হলেও কোন কোন মহল মনে করছে এই যৌথ উদ্যোগের 'নিসার' ভারতের খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাবে তার গোপনীয়তা থাকবে কিনা কিংবা ভাষান্তরে বলা যায় ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য ব্যাপারে নজরদারি চালান হবে না তো? এমন ভাবনা অমূলক নয়, সামরিক বহু স্পাই কৃত্তিম উপগ্রহ নানা দেশের উপর নজরদারি চালায়। 'নিসার' প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছতা আসবে আসা করা যায়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

সমষ্টি মনোময় রাজ্য এবং চিদাকাশে ব্যষ্টি মনোময় রাজ্য দুইই পরমার্থ দৃষ্টিতে অসৎ। জগতে কেউই জন্মায় না, মরেও না। জন্ম-মৃত্যু শুধুমাত্র প্রতীতি। হিরণ্যগর্ভ ও ব্যষ্টি জীবগণের সত্তা সৎ ও অসৎময়। কারণ অজ্ঞানের কারণে বিভিন্ন সত্তা, তাবৎ দৃশ্য সকলকে সত্য রূপে মনে হয়। অজ্ঞান নির্মূল হলে যাবতীয় মিথ্যা দৃশ্য উধাও হয়ে যায়। ব্রহ্মা থেকে কীট পর্য্যন্ত সকলের উদ্ভবই সমান। কিন্তু শুদ্ধ সত্তগুণে ব্রহ্মা মহান এবং মলিন সত্তগুণে কীটসকল নগন্য জীবন লাভ করে। যার যেমন পুরুষকার, তার তেমন কর্ম এবং কর্ম অনুযায়ী ফললাভ হয়ে থাকে। সুকৃতিতে ব্রহ্মা এবং দুস্কৃতিতে নগন্য কীটজীবন লাভ হয়। চিন্মাত্রজ্ঞানের অভাবে অসত্য ভেদে সত্য জ্ঞান প্রতীত হয়, আবার জ্ঞানলাভে যাবতীয় অসত্য ভেদ বিলুপ্ত হয়। জ্ঞেয়-জ্ঞাতা-জ্ঞান এই তিন সত্তাই চিন্মাত্রময়। সুতরাং অদ্বৈত ও দ্বৈত আকাশকুসুমের মত অলীক। রেশমকীট যেমন নিজেই নিজের বন্ধন সৃষ্টি করে, পরমাত্মা তেমনই নিজের মায়াশক্তিতে নিজের মধ্যেই দ্বৈতভাব অনুভব করেন। সমষ্টিমন প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্যষ্টিজীবের কর্মজাল অনুসরণ ক'রে সেই মায়াশক্তিই মিথ্যাজগৎ রচনা করেন। সুতরাং জগতের সকল জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-মৃত্যু কিছুই সত্য নয়। আত্মজ্ঞানের অভাবে সর্বব্যাপক, অদ্বয়, অনন্ত ব্রহ্ম প্রতিভাত হয় সসীম, অশুদ্ধ, নশ্বররূপে। অতত্ত্বদর্শীজনে ভেদ অনুভূত হয়। সম্বন্ধভেদে একই মানুষে যেমন পরস্পর শত্রুতা-মিত্রতা থাকে, তেমনই এক ব্রহ্মে পরস্পর ভেদ ও অভেদ বিদ্যমান থাকে। আত্মাই প্রথমে মন ও পরে মন হতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারাত্মক মন হতে পূর্বসংস্কার বশে তন্মাত্রা এবং তন্মাত্রা হতে পঞ্চভূত কল্পিত হয়। ভূততন্মাত্রা হতে চিত্তরূপী জীব নির্মলব্রহ্মে জগৎ দর্শন করে। সৎ-অসৎ যাই হোক মন যা কল্পনা করে, সে তাই দেখতে থাকে এবং মিথ্যার এই দর্শনকে সত্য মনে করতে থাকে।

রাম। তোমায় আমি এখন এক ইতিহাস বলি, শোন। ককটা নামে এক কুদর্শন, কৃশকায়, লোভী, রাক্ষসগুণ বিশিষ্টা নারীর ইচ্ছা হল যে, সে অসংখ্য প্রাণী উদরসাৎ ক'রে ক্ষুধার নিবৃত্তি করে। কিন্তু তার দুশ্চিন্তা হল, কিছু ব্যক্তি দেবার্চনা, মন্ত্রদক্ষতা, ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত, আবার একসঙ্গে প্রচুর জীবকে ভক্ষণ করা সম্ভব হবে কি ক'রে? তাই সে সুদীর্ঘকাল ধরে কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়ে ব্রহ্মার কৃপাপাত্রী হল। ব্রহ্মা তার মনোবাঞ্ছা পূরণে বরদান করে বললেন যে, কুখাদ্য, কুকর্ম, নিষিদ্ধবাসে আসক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের মন্দ আচরণের কারণে কর্কটার খাদ্যরূপে ভক্ষিত হবে, এবং সুজনেরা বিসচীকা মন্ত্রে সুরক্ষিত থাকবে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষার বাইরে বহু

শিক্ষার হাল /৯

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার এই যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড, এত বিশাল পরিকাঠামো, এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ আর তার সঙ্গে এ ধরনের ছাত্র হিতকর প্রকল্প ও সরকারের বিপুল পরিমাণ ব্যয়, তার উদ্দেশ্য তো একটাই তা হল ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানো এবং তাদের শিখন সামর্থ্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে একবিংশ শতকের উপযোগী, শিক্ষিত, সচেতন ও দক্ষ নাগরিকে পরিণত করা। ফলে, আমরা এবার অনুসন্ধান করব আমাদের রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা এতসব সুযোগ সুবিধা দেবার পর ও সিলেবাসের বোঝা কমানোর পর এতটা বিদ্যালয়মুখী হয়েছে এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট (গ্রামীণ) ২০২৩ (source Annual Status of Education Report (Rural) ASER 2022 – Rural, ASER Center, New Delhi, 2023 প্রতিবেদনটি সাহায্য গ্রহণ করবো। এই প্রতিবেদনটি দেশব্যাপী বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতে শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতি ও পড়াশোনার মানের প্রকৃত চিত্র প্রতি বছর প্রকাশ করে। শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি এসইআর নামে জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। ২০০৫ সালের থেকে এই প্রতিবেদনটি প্রতি বছরই প্রকাশিত হয়ে আসছে। ২০২২ সালে দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত বার্ষিক বিপোর্টটি ভারতে বর্তমানে শিশুদের বিদ্যালয় শিক্ষা ও তাদের শিখন ক্ষমতার অবস্থা নিয়ে আলোকপাত করে। ২০২২ সালের সমীক্ষাটি সমগ্র দেশের মোট ৬১৬টি জেলায় ১৯,০৬০টি গ্রামের ৩,৭৪,৫৫৪টি পরিবারের ৬,৯৯,৫৯৭ জন শিশুকে নিয়ে গষেণা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। সমীক্ষকদলটি দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় পৌঁছে গিয়ে জাতীয় স্তরে শিশুদের ভর্তির পরিসংখ্যান এবং তাদের মৌলিক দক্ষতার ভিত কতটা গড়ে উঠল সে সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করে। ৩-১৬ বছর বয়সি শিশুদের প্রাক্ বিদ্যালয় পর্বে অথবা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং ৫-১৬ বছর বয়সি শিশুদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে তাদের পড়াশোনা, অঙ্ক কষা ও ইংরাজি বিষয়ে তারা কতটা দক্ষতা অর্জন করছে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক আমাদের রাজ্যে ৬-১৪ বছর বয়সি কত শতাংশ শিশু কোন ধরনের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছে।

সারণী : ১ বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে শিশুভর্তির (শতাংশের হিসাবে) চিত্র – ২০২২

বয়স ও লিঙ্গ	সরকারি	প্রাইভেট	অন্যান্য	বিদ্যালয়ের বাইরে	মোট
৬-১৪ মোট	৯২.২	৫.৮	১.২	০.৯	১০০
৭-১৬ মোট	৯২.৩	৫.১	১.৩	১.৪	১০০
৭-১০ মোট	৯০.৫	৮.৫	০.৬	০.৬	১০০
৭-১০ বালক	৯০.০	৮.৭	০.৭	০.৬	১০০
৭-১০বালিকা	৯০.৭	৮.২	০.৬	০.৩	১০০
১১-১৪ মোট	৯১.২	২.৯	১.৯	১.১	১০০
১১-১৪ বালক	৯৩.২	৩.৩	২.০	১.৫	১০০
১১-১৪ বালিকা	৯৫.০	২.৫	১.৮	০.৭	১০০
১৫-১৬ মোট	৯২.৩	১.৩	১.৬	৪.৯	১০০
১৫-১৬ বালক	৯০.১	১.১	১.৪	৭.৪	১০০
১৫-১৬বালিকা	৯৪.২	১.৫	১.৭	২.৬	১০০

উৎস : এএসইআর – ২০২৩, পৃঃ ২৪৬

বিদ্র : 'অন্যান্য' বলতে যেসব শিশু মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে। 'বিদ্যালয়ের বাইরে' বলতে বোঝায় যে সমস্ত শিশুরা হয় কোনওদিন ভর্তি হয়নি অথবা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে।

উপরোক্ত সারণী (১) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ রাজ্যের ৬-১৪ বছর বয়সি অধিকাংশ গ্রামীণ শিশুরাই (৯২.২শতাংশ) সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। আর মাত্র ৮ শতাংশ মতো শিশু প্রাইভেট ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। আবার ৭-১৬ বছর বয়সি বেশিরভাগ শিশুরাই (৯২.৩ শতাংশ) এ রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের গ্রামগুলিতে ৯২-৯৩ শতাংশ শিশুরাই গ্রামীণ সরকারি বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ৬-১৪ বছর বয়সি মাত্র ৫.৮ শতাংশ শিশু ও ৭-১০ বছর বয়স্ক মোট ৮.৫ শতাংশ শিশু প্রাইভেট বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ও পড়াশোনা করে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ১৫-১৬ বছর বয়সি মোট ৪.৯ শতাংশ শিশু (বালক – ৭.৪ শতাংশ এবং বালিকা ২.৬ শতাংশ) পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, (অধিকাংশ) ছেলেরা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক হিসাবে কাজে যোগদান করে। আর মেয়েদের অধিকাংশেরই বিয়ে হয়ে যায়। আবার মেয়েদের মধ্যে অনেকেই ভাই বোনদের দেখাশোনা এবং ঘর-গৃহস্থলীর কাজ সামলানোর জন্য মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হয়।

পূর্বোক্ত সারণী (১) থেকে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হল গ্রাম বাংলায় অধিকাংশ ছেলে মেয়েরাই সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। যদিও বিভিন্ন মহকুমাতে বহু প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু হয়েছে। তবুও সেই সংখ্যাটা অত্যন্ত নগণ্য। যাইহোক কেবলমাত্র স্কুল খুললেই তো হবে না, সেখানে শিশুরা কতটা শিখছে সেটাই হল আসল কথা। নীচের সারণী (২)তে সেই বিষয়টা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

উপরোক্ত সারণি থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত ২১.৯ শতাংশ শিশু ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারে না। শ্রেণি বাড়ার সঙ্গে এই স্তরটি অবশ্য কমতে থাকে। পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেও ৩.৬ শতাংশ শিশু ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারে না। অবশ্য অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় এই রকম শিশুর সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১.৯ শতাংশ। অপরদিকে, প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা ৪২.৪ শতাংশ শিশু চিনতে পারলেও ২৪.৬ শতাংশ শিশু ১১-৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারে না। আবার চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া ১৫.৩ শতাংশ শিশু ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারে না। আর খুবই উদ্বেগের বিষয় হল অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায় ৬.৪ শতাংশ শিশু ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারলেও ৩৭.৬ শতাংশ শিশু কিন্তু ১১-৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রথম শ্রেণিতে ৯.১ শতাংশ শিশু বিয়োগ করতে পারে না এবং ২.১ শতাংশ শিশু ভাগ করতে জানে না। অতএব শ্রেণি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গণিতে কাঁচা হওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠরত এ রাজ্যের ১৫.৩ শতাংশ শিশু বিয়োগ ও ৮.৭ শতাংশ শিশু ভাগ করতে পারে না। চতুর্থ শ্রেণিতে পাঠরত ২০.১ শতাংশ শিশু বিয়োগ ও ২১.৪ শতাংশ শিশু ভাগ করা শিখে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে, অষ্টম শ্রেণির ২২.৩ শতাংশ শিশু বিয়োগ ও ৩১.৮ শতাংশ শিশু ভাগ করতে জানে না।

সারণী : ২ শ্রেণী ভিত্তিক শিশুদের সাধারন অংক শেখার স্তর (সমস্ত শিশু ২০২২) (শতাংশের হিসাবে)

শ্রেণী	বুঝতে/চিনতে পারেনা	সংখ্যা চিনতে পারা		বিয়োগ করা	ভাগ করা	মোট
	১-৯	১-৯	১১-১৯			
প্রথম	২১.৯	৪২.৪	২৪.৬	৯.১	২.১	১০০
দ্বিতীয়	৯.৪	৩১.৬	৩৫.১	১৫.৩	৮.৭	১০০
তৃতীয়	৫.৬	২৫.৭	৩৪.৫	১৮.৮	১৫.৫	১০০
চতুর্থ	৩.৬	১৫.৩	৩৯.৬	২০.১	২১.৪	১০০
পঞ্চম	৩.৬	১৩.১	৩৬.৪	১৯.৪	২৯.৫	১০০
ষষ্ঠ	৩.১	৯.৩	৩৭.৩	১৯.৬	৩০.৯	১০০
সপ্তম	২.২	৮.৭	৪১.৫	১৮.৩	২৯.২	১০০
অষ্টম	১.৯	৬.৪	৩৭.৬	২২.৩	৩১.৮	১০০

উৎস : এএসইআর ২০২২, পৃঃ ২৪৮

অর্থাৎ চিত্রটা বেশ উদ্বেগজনক।

(ক্রমশ)

দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়ন নাইবা হল, গণতন্ত্রের কিবা যায় আসে

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বাংলায় উন্নয়ন অব্যাহত। সেই উন্নয়নের ধারায় যতই কলঙ্ক লেগে থাকুক বা লাগানোর চেষ্টা হোক সে আর্থিক, প্রশাসনিক থেকে সামাজিক যাই হোক তাতে তৃণমূলকে ক্ষমতায় টপকে যেতে কেউই পারেনি আজ। এমনকী আজকে রাজা কালকের ফকির হয়ে বামফ্রন্ট নানা ফিকির করেও তৃণমূলের মূলে আঘাত করতে পারেনি। কিন্তু বামফ্রন্টের দোদুল্যমান আদর্শে যে-কারণে ক্ষত হয়েছে তা তাঁদের এখনো চর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি। আসলে ভোট ক্ষমতার অলিন্দে বামপন্থী আদর্শের পতন হলে, সেই আদর্শ তখন অন্য দক্ষিণপন্থী দল যে-পথে ক্ষমতা লাভ করতে চায় তার মতোই হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। আর ঠিক এই মুহূর্তকে দক্ষিণপন্থী যেকোন ক্ষমতাশালী দল বলতে থাকে বামপন্থা একটা ক্ষয়িষ্ণু আদর্শ। যা চারিদিকে বামপন্থার পরাজয়ের কথা দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করতে চায়। বামপন্থার আদর্শ ক্ষয়িষ্ণু বলে দক্ষিণপন্থার আদর্শ কি বর্ধিষ্ণু বলা যায়? তা বলা যায় না। দক্ষিণপন্থী হলেই গণতন্ত্রকামী হবেই, দুর্নীতিমুক্ত হবেই, তা জোর দিয়ে বলা যায় কি? গণতন্ত্রকামী হলে ভোট সবসময় শান্তিপূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু তা এখন আর চোখে পড়ে না। বিশেষত বাংলায়। আর দুর্নীতিমুক্তের প্রশ্ন এখন শুধু প্রশ্নই। তৃণমূলের সদ্য একুশে জুলাইয়ের সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো স্বীকার করেছেন যে তাঁর দলের লোকজন দুর্নীতিমুক্ত নয় বলেই তা মুক্ত করার কথা জোর দিয়ে বলেছেন। এই ব্যাপারে তিনি সব রাজনৈতিক দলের থেকে আলাদা। কারণ, সভায় সর্বসমক্ষে সবসময় তিনি দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার কথা বলেন, দুর্নীতির সাথে যুক্ত নেতাদের রেহাত না করার কথা বলেন, দুর্নীতি করলে তৃণমূল না করার কথা বলেন। কিন্তু তাঁর দলে নেতাগণ ও তাদের সাগরেদরা বহালতবিয়তে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। আসলে তিনি যে দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার কথা বলেন তা কেবল তাঁর কথার কথা হিসেবে তাঁর নেতারা জানেন। অবশ্য যে নেতা বা সাগরেদ যখন ধরা পড়ে যান, তখন দল তার পাশে থাকে না বা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাটি আর দলে নেই বলে বিবৃতি দেন তৃণমূলের প্রথমসারির নেতৃত্ব। তবে যাই হোক তৃণমূলের নেতাদের দুর্নীতি ভোটের ফলে কখনোই প্রভাব ফেলে না। দুর্নীতি হলেই বা কি, দুর্নীতি না-করার উপদেশ দিলেই যদি ভোটের ফল ভালো হয়, তাহলে নেতারা দুর্নীতিমুক্ত নাই-বা হল তাতে কী যায় আসে।

ক্ষমতায় বসার শুরু থেকেই নেতাদের নাম একের পর এক দুর্নীতিতে জড়িয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় তৃণমূলের নেতাদের নাম যত দুর্নীতিতে জড়িয়েছে তত বেশি তাঁরা গণতন্ত্রে মজবুত হয়েছে। একটা প্রবাদ আছে, চুরি করা মহৎ কর্ম যদি না পড়ো ধরা। প্রথম প্রথম মানুষের কাছে তা ধরা পড়েনি। কিন্তু এখন আর কোন কিছুই তার গোপন নেই। তাই তৃণমূলের ভোটতরণী সাবলীলভাবে এগিয়ে চলেছে। এটাই তৃণমূলের মহত্ত্ব। সিন্ডিকেট, নারদা, সারদা, কাটমানি এখন আর নতুন কিছু নয়। চাকরি দুর্নীতি আজ যেন বাংলার মানুষের কাছে গা-সহা হয়ে গেছে। সবই যেন এখন উন্নয়নের অঙ্গ। মাননীয় হাইকোর্টের কাছে এক মামলায় উঠে এসেছিল, রাজ্যের এক হোমের একতলা তৈরি করতে সাড়ে তিন কোটি খরচ হয়েছে। মহামান্য আদালত প্রশ্ন রেখেছিলেন, এত দামি হোমের আবাসিকদের অবস্থা করুণ হয় কেন? তাহলে কাটমানির রাজপ্রাসাদ কি ঠিকাদারের? এই ঠিকাদারি প্রথা হল কাটমানির উৎসস্থল। এটা ওপেন সিক্রেট। এক্ষেত্রে কেন্দ্র আর রাজ্য বলে আলাদা কিছু হয়না। তবে এই কাটমানি আর মানুষদের জন্য সরকারি অনুদানের কাটমানির চেহারার ফারাক আকাশপাতাল। সেই ফারাকের ফাঁকে রাঘববোয়াল ঘুরে বেড়ায় আর চুনোপুঁটি ধরা পড়ে।

> একশো দিনের কাজে একশো শতাংশ সাফল্য নিয়ে রাজনীতি থেকে প্রশাসন উন্নয়নের গান গাইতে পারে। কিন্তু সেই গানে একশো দিনের কাজ-পাওয়া মানুষগুলোর প্রাণ জুড়োয় না।

কে ছাড়া থাকলো আর কে ধরা পড়ল, এ বিষয়ে বিরোধীরা যতই প্রচার করুক না কেন, সেখানে তৃণমূলের জনমোহিনী প্রকল্পের জোয়ারে সব ভাসিয়ে দিয়েছে।

তাহলে বলা যায় দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়ন না হলেও, ভোটের ফল বলছে উন্নয়ন হয়েছে বাংলায়। তবে উন্নয়নের সূত্র ধরে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করে। উন্নয়নের সার্বিক চেহারা কি? তার সংগা মানুষের কাছে কতটুকু পরিষ্কার। তৃণমূলীরা সবাই বলছে বলেই কি উন্নয়ন হয়েছে। বাংলায় মানুষের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অনুদানের প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু শুধু অনুদান কি উন্নয়নের অঙ্গ? জীবন জীবিকার সংকটে অনুদান প্রয়োজন। কিন্তু যখন তা চিরকালীন হয়ে পড়ে তখন সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে বলে বলা যায় কি? সার্বিক উন্নয়নে মানুষের অনুদানের প্রয়োজন হয় না। তাহলে অনুদান মানুষের সার্বিক উন্নয়নকে আড়াল করে দিচ্ছে। এই আড়ালটাকে উন্নয়ন উন্নয়ন বলে ঢাক পিটিয়ে চলেছে যে যার নিজের মত করে।

আজকের দিনে দারিদ্রসীমার নীচে মানুষের কথাই ধরে যদি বলি একটা লোকের মাসে পাঁচ কিলো খাদ্যশস্য আর একশো দিনের কাজ পেলে সেই মানুষটার জন্য উন্নয়ন কোন কাজে লাগে! একশো দিনের কাজে একশো শতাংশ সাফল্য নিয়ে রাজনীতি থেকে প্রশাসন উন্নয়নের গান গাইতে পারে। কিন্তু সেই গানে একশো দিনের কাজ-পাওয়া মানুষগুলোর প্রাণ জুড়োয় না। তবু পরিসংখ্যানে উন্নয়ন অব্যাহত থাকলে গণতন্ত্র আহত হয় না।

সেই পরিসংখ্যান তৃণমূলকে যখন এগিয়ে রাখে, জাগ্রত বিজেপি আর ফকির বামফ্রন্ট দিশেহারা হয়ে যায়। তখন মানুষ সেই উন্নয়নকেই দেখে, যা দুর্নীতিমুক্ত কিনা তা তাঁরা দেখে না।

তাই সন্দেশখালি কাণ্ডে মুখ্য চরিত্র শাহজাহান ও তার দলবলের পরিচিতি প্রকাশ হওয়ার পরে রাজনৈতিক মহল থেকে বাংলার সাধারণ স্তরে সর্বত্র একটি প্রশ্ন উঠে এসেছিল যে বাংলার প্রতিটি কোণায় কোণায় এমন শাহজাহানদের উপস্থিতি-যে নেই একথা আর একেবারেই বলা যাবে না। তার প্রমাণ দিয়ে দিল সম্প্রতি চোপড়া ও আড়িয়াদহ কাণ্ড। চোপড়ার জেসিবি, আড়িয়াদহর জয়ন্ত এলাকায় তাদের সমান্তরাল প্রশাসন চালাতো যেখানে তারাই গুন্ডা, লুঠেরা, পুলিশ, আদালত সবই। অথচ বাংলার প্রশাসন জানে না। বাংলার, পুলিশ, ইন্টেলিজেন্স, পুলিশমন্ত্রী কেউই জানে না। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভোটের রাজনীতির সাফল্যের ঝুলি ভরে উঠলে শাহজাহান, জেসিবি, জয়ন্তর মতো দুর্বৃত্তদের কর্মকাণ্ড শাসন-প্রশাসনের রাডারে ধরা পড়ে না। সে কথা চোপড়ার জনপ্রতিনিধি স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে জেসিবিরাই তো তাঁকে ভোটে লাখো লিড এনে দেয় ও দিয়েছে। এ এক আশ্চর্য মন্তব্য হলেও তা কিন্তু আজ যেন স্বাভাবিক। যে মন্তব্যে আর একটি পরিষ্কার প্রশ্ন করা যায় যে ভোটে জনপ্রতিনিধিদের মানুষ জেতায় জেসিবির মত দুর্বৃত্তদের সহযোগিতায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর সকলেই জানেন। তাহলে শাহজাহান, জেসিবি, জয়ন্তরা বেড়ে ওঠে কাদের জন্য? এ প্রশ্নের উত্তরও সবার জানা। দুর্বৃত্তদের সহযোগিতায় ভোটের জয় নিশ্চিত হলে মানুষের নামে সে জয় প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। জনপ্রতিনিধি আর জনতার প্রতিনিধি না হয়ে তখন তাঁরা দুর্বৃত্তদের প্রতিনিধি হয়ে যায়। আর এই প্রহসনেই যদি শাসক তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে মনে করে, তাহলে রাজনৈতিক আদর্শ বলে আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। বাংলার মানুষের কাছে সেই আদর্শের বার্তা পরিষ্কার না হলে সাধারণ মানুষের জীবন একেবারে বিপর্যয় হতে যেটুকু বাকি আছে তা ও অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।

দেশ দেশান্তরে

দুই সাংবাদিক নিহত

সুমন্ত ভৌমিক

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার দুই সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। পশ্চিম গাজায় বুধবার এই দুই সাংবাদিকের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক শাখার সদ্য প্রয়াত প্রধান ইসমাইল হানিয়ার বাড়ির কাছে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আল-জাজিরা অ্যারাবিকের সাংবাদিক ইসমাইল আল-গউল ও তার ক্যামেরা সহকর্মী রামি আল-রিফি।

হামলার শিকার হওয়ার ১৫ মিনিট আগেও অফিসে থাকা সহকর্মীদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছিলেন। ফোনে দুজন বলেছিলেন, তারা যেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন, তার কাছেই একটি বাড়িতে হামলা চালানো হয়। তাদের তাৎক্ষণিক ওই এলাকা ছাড়তে বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী আল-আহলি আরব হাসপাতালে যাওয়ার পথে হামলায় দুজনই নিহত হন। ইসরায়েল হামলার বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোন মন্তব্য করেনি। গাজায় ১০ মাস ধরে চলা যুদ্ধে এর আগেও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলো অস্বীকার করেছে দেশটি।

যখন ইসমাইল ও রামির ওপর হামলা হয় তখন দুজনই 'প্রেস' লেখা ভেস্ট পরে ছিলেন। তাদের গাড়ি সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত আছে সেটাও চিহ্নিত করা ছিল। আল-জাজিরা মিডিয়া নেটওয়ার্ক এই হামলাকে ইসরায়েলি বাহিনী কর্তৃক 'পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আখ্যা দিয়েছে।

পাপুয়া নিউগিনির প্রত্যন্ত গ্রামে হামলা

পাপুয়া নিউগিনির দক্ষিণে প্রত্যন্ত তিনটি গ্রামে সহিংস হামলায় ১৬ শিশুসহ অন্তত ২৬ জন নিহত হয়েছে বলে খবর। পাপুয়া নিউগিনির পূর্ব সেপিক প্রদেশে গত ১৬ ও ১৮ জুলাই হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় অনেক ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন দুই শতাধিক মানুষ। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পাপুয়া নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত। হাজারো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও ভাষাভাষী মানুষের বসবাস দেশটিতে। সেখানকার জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লড়াইয়ের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। তবে গত এক দশকে সহিংসতা তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্রামের বাসিন্দারা তির—ধনুকের পরিবর্তে বন্দুক ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চলমান বিভেদ আরও গভীর হয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ফলকার টুর্ক গত বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, পাপুয়া aনিউগিনিতে মর্মান্তিক প্রাণঘাতী সহিংসতার ঘটনায় আমি আতঙ্কিত। ভূমি ও হ্রদের মালিকানা এবং সেসবের ভোগ-দখলের অধিকার নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করেই এ হামলা হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে। ফলকার টুর্ক আর বলেন, পাপুয়া নিউগিনির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনো নিখোঁজ লোকজনের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে। নিহত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে ৫০ ছাড়াতে পারে।

পাঠকের কলমে

আমতা স্টেশনের শৌচালয়ে বিপদজ্জনক ফাটল

দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া আমতা স্টেশনের পুরুষ শৌচালয়ের ছাদে বিপদজ্জনক ফাটল দেখা দিয়েছে। ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে খসে লোহা বেরিয়ে এসেছে। এভাবে চলতে থাকলে এই বর্ষায় আরও ভয়ংকর রূপ দেখা দিতে পারে। ওই শৌচালয় ছোট থেকে বড় এমনকী দিব্যাং যাত্রীরাও ব্যবহার করে থাকেন। কোন অঘটন ঘটার আগেই শৌচালয়ের ফাটা ছাদ মেরামতের আবেদন জানাই। এই বিষয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

ভেনাম চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : সুন্দরবনে ভেনাম চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে চিংড়ি চাষিরা। দীর্ঘ সাফল্যের পরে ও ভেনাম চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখ দেখছেন চাষিরা। পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে এই চিংড়ি চাষ করে মৎস্যজীবীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছিলেন। কিন্তু এ বছর হঠাৎ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে চাষিরা। জানা যায়,একেবারে প্রাচীন পদ্ধতিতে দেশীয় বাগদা চিংড়ি চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৪০০ থেকে ৫০০ কেজির মতো বাগদা চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব। তবে এই চিংড়ি নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি দেড় টন থেকে দুই টন চিংড়ি পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে, নিবিড় পদ্ধতিতে ভেনাম চিংড়ি চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি ৮ থেকে ১০ টন পর্যন্ত চিংড়ি পাওয়া সম্ভব। এতে লাভ হয় প্রচুর। কিন্তু সঠিক উপায়ে ভেনাম চিংড়ি চাষ না করা গেলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতি হতে পারে। জল ও বর্জ্য পদার্থ শোধন, বায়ু সঞ্চালন,স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, রোগের তথ্য সংরক্ষণ,খাদ্য প্রয়োগ সহ অন্যান্য তথ্য ঠিকমতো না রাখলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতি হতে পারে। চিংড়ি চাষে ৯০ দিনের কালচারের সময় লাগে। সেই কালচারের সময় কম হলে অথবা মড়ক দেখা দিলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে পড়ে মৎস্যজীবীরা। বর্তমানে এই চিংড়ির বাজার দর ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি দরে। ফলে কৃষকরা খুবই নিরাশ হচ্ছেন। আর এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হোক এটাই চাইছেন কৃষকেরা। এই মুহূর্তে সরকারি হস্তক্ষেপ অথবা বড় আড়তদের দ্বারা এই চিংড়ির দাম বাড়ানো হলে তবেই মৎস্যজীবীরা লাভবান হবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। আর ক্যানিং, কুলতলি , রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা সহ সুন্দরবনের বহু এলাকায় চাষের জমিকে চিংড়ি চাষের ভেড়ি বানিয়ে ভালো লাভের আশায় ভেনামি চিংড়ি চাষ করেছিল চাষিরা। কিন্তু বর্তমানে চিংড়ির খাবার সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে ও চিংড়ির বাজার দর বাড়েনি। উৎপাদন প্রচুর হলে ও বিক্রয় দর না বাড়ার ফলে ক্ষতির সামনে পড়েছেন চাষিরা। এ ব্যাপারে কুলতলি ও মৈপীঠ এলাকার কয়েকজন চিংড়ি চাষি বলেন, আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে ভেড়িতে ভেনাম চিংড়ি চাষ করছি। কিন্তু এ বছর এই চিংড়ির বাজার দর ঠিক মতন না পাওয়ায় ক্ষতির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা। আমরা চাই সরকার এব্যাপারে কিছু করুক।

মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সুন্দরবনে মধু উৎপাদনে দেশের মধ্যে বড় ভূমিকা গ্রহন করে। আর বাড়িতে মৌমাছি প্রতিপালন করে মধু উৎপাদনে সহায়তা করতে এবার এগিয়ে এল জয়নগর বিধানসভার নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। ১৯ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ। ৭ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ ছাড়াও নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে ২৫ জন যুবক-যুবতী ও কৃষকেরা অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের মূল বিষয় ছিল মৌমাছি পালন করে আয় বৃদ্ধি ও উন্নত পরাগযোগের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই প্রশিক্ষণের সঞ্চালক তথা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের মৌমাছি পালন বিশেষজ্ঞ ড: প্রবীর কুমার গরাই সুসংহত কৃষি ক্ষেত্রে মৌমাছিদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন এই শিবিরে। তিনি বলেন, ১ জন চাষীর পরিবারে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগলের মতোই অন্তত একটি করে মৌমাছির বাক্স রাখা উচিত। বৃহস্পতিবার সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে মৌমাছি পালনে উৎসাহিত করতে সকলকে একটি করে মৌমাছির বাক্স প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ন্যাশনাল বি বোর্ডের আর্থিক অনুদান ও আইসিএআর-আটারী কলকাতার যৌথ সহায়তায় এই প্রশিক্ষণটি এখানে রূপায়িত হল। এদিন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক-যুবতীরা এই প্রশিক্ষণের শেষে মৌমাছি পালন শুরু করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেন। এবং তাঁরা চাষ বাড়িতে সঠিক নিয়ম মেনে এই মৌমাছির প্রতিপালন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে।

গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া মইছাড়া প্রতিযোগিতা হল সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া মই ছাড়া(গরু দৌড়) প্রতিযোগিতা হয়ে গেল সুন্দরবনে। দুদিন ধরে চলা এই দৌড় প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার শেষ হয়।সুন্দরবনের ক্যানিং হেড়োভাঙা ও কুলতলির মেরীগঞ্জের সংযোগস্থলে স্থানীয় তরুণ সংঘের উদ্যোগে দুদিনের এই মই ছাড়া প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০ টি গরু নিয়ে হাজির ছিলো প্রতিযোগীরা। গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে গেছে পুরানো সব খেলা। কম্পিউটার মোবাইল গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে বর্তমান যুবসমাজ। আর মাঠমুখী হতে দেখা যায় না তাদের। আর সে দিক থেকে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ধরে রেখে এগিয়ে চলেছে তরুণ সংঘ। সংঘের এক সদস্য এদিন বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য চাষের জমিতে এই মই ছাড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে চাষের জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা। এবং এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া গরু গুলোর শারীরিক ব্যায়াম ও হয়ে যায় এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রতিযোগিদের প্রথম পুরস্কার ৭ হাজার টাকা, ২য় পুরস্কার ৬ হাজার টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ৪ হাজার টাকা ও সান্ত্বনা পুরস্কার ২ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। এই খেলা দেখতে আশে পাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ একত্রিত হন।

বৃষ্টির ঘাটতি, আমন চারা বিক্রিতে মন্দা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : বঙ্গে বর্ষা ঋতুর ক্যালেন্ডারে দেড় মাস পার হয়ে গেলেও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব। ফলে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে আমন চাষের ধান চারা বিক্রিতে ভাঁটার টান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসময় যাঁরা বীজতলায় চারা তৈরির কাজ করেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁদের কার্যত মাথায় হাত। এখনও পর্যন্ত বহু বীজতলায় ধান চারা অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চারা রোপণের জন্য আমনের জমিতে যে পরিমাণ জল ধরে রাখার প্রয়োজন তার যথেষ্ট ই অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে চাষিদের একাংশ বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে এখনি ধান চারা কিনতে চাইছেন না। এরকম চলতে থাকায় আমন চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশংকায় ভুগছেন চাষিরা। যদিও আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জেলায় আমন চাষের জন্য চারা রোপণের সময়সীমা ধরা হয়; তবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে ফসলে রোগপোকার আক্রমণের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। ফলত ফসলের উৎপাদন মার খাওয়াটাই স্বাভাবিক। পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে ব্যাপক হারে আমন চাষ হয়। এবারও যার প্রস্তুতিতে কার্যত কোনও ঢিলেমি ছিল না। চাষিরা মাসখানেক আগে থেকেই জোরকদমে জমি তৈরির কাজসহ বীজতলায় ধান চারা (বীজ ধান) উৎপাদনের নেমে পড়েছিলেন। কিন্তু, সময় যত গড়িয়েছে প্রকৃতি ততই হতাশ করেছে চাষিদের। আমন চাষের জন্য এপর্যন্ত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়নি। এমনকি সেচখালেও প্রয়োজনীয় জল মিলছে না বলে চাষিদের অভিযোগ। ফলে মূলত বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল চাষিদের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট। চাষিদের একাংশ অবশ্য মোটর কিংবা সাবমার্শিবলের মুখাপেক্ষী হয়ে চড়া দামে জল কিনে আমন ধান রোপণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। জেলার বিকিহাট এলাকার আমন চাষি কার্তিক মণ্ডল প্রতিবারের মতো এবারও অনেক আশা নিয়ে বীজতলা তৈরি করে কিছু বাড়তি লাভের মুখ দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্যদের মতো তাঁরও কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ। তিনি বলেন, প্রায় প্রতিদিনই ঘন-কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। কিন্তু সেই তুলনায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় চাষিরাও এখনি ধান চারা কিনতে চাইছেন না। ফলে বীজতলা থেকে চারা বিক্রির হার অত্যন্ত কম। তবে গত সপ্তাহের টানা বৃষ্টিতে কিছুটা হাসি ফুটেছে চাষিদের মুখে।

গাছ পড়ে ব্যহত যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বৃহস্পতিবার দুপুরে তুমুল বৃষ্টিতে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দত্তবাজারের বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের আবক্ষ মূর্তির পাশে জয়নগর কুলতলি রোডের ওপর প্রাচীন একটি গাছ ভেঙে পড়ে। এতে রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ তার কেটে যায়।এবং দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে জয়নগর কুলতলি রোডে। বৃষ্টির জন্য রাস্তায় গাড়ি ও মানুষজন কম থাকায় বড় রকমের দূর্ঘটনা কোনো ঘটেনি। এরপর বিদ্যুৎ কর্মীদের উপস্থিতিতে তড়িঘড়ি পৌরসভার চেষ্টায় গাছটি কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।

সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় কাপাস নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় কাপাস নিগমের (কটন কর্পোরেশন) পক্ষ থেকে জানানো হয় যে বর্তমানে প্রতিদিন দুটো করে অনলাইনে অকশন করা হয়েছে, একটি শুধুমাত্র কাপড়ের মিল মালিকদের জন্য এবং অপরটি সকল ধরনের ক্রেতাদের জন্য।এছাড়া ৩০ সেপ্টেম্বর-এর পরেও বিভিন্ন কটন মিল ও অন্যান্য ক্রেতাদের তুলোর প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য ভারতীয় কটন কর্পোরেশন ডেলিভারি পিরিয়ড ৬০ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর ব্যবস্থা করছে, যে নিয়মটি ১লা আগস্ট, ২০২৪ থেকে চালু হয়েছে। বিশদ যোগাযোগ এবং শর্তাবলী জানার জন্য কটন কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার অনুরোধ করা হচ্ছে। ভারতীয় কাপাস নিগম সকল মিল মালিকদের এবছরের প্রয়োজন মতো তুলোর চাহিদা জানানোর আবেদন জানিয়েছে।

আইনজীবির দীর্ঘদীনের অসত্য তথ্য ছড়িয়ে বিভ্রান্ত মিথ্যা অপবাদ মিটল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ২০২২ সালের ৯ জুলাই চন্দননগর আদালতে ২ বিশিষ্ট আইনজীবি উজ্জ্বল চক্রবর্তী ও অভিজিৎ লায়েকের মধ্যে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সৃষ্টি হয় কোর্ট চত্তরে। কয়েকজন প্ররোচকের মদতে ঘটনাটি বৃহৎ আকার নেয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, চন্দননগর বার অ্যাসোসিয়েশন এবং শ্রীরামপুর বার অ্যাসোসিয়েশন হস্তক্ষেপ করে পুনরায় সুষ্ঠুভাবে কার্যকলাপ চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। পকসো সংক্রান্ত আইন এবং টাকা পয়সা লেনদেন বিষয়ে যে অপপ্রচার করা হয়, তা সম্পূর্নভাবে ভিত্তিহীন মিথ্যা বলে গণ্য হয়। ২৩ জুলাই বিকালে চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এক সাংবাদিক সম্মেলনে করে দুই আইনজীবি পরস্পর আলিঙ্গন ও করমার্দন করে। আদালতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর আর্জি জানান উজ্জ্বলবাবু।

থানাঘাটে কালী মন্দিরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানা ঘাটে গত ৩১ জুলাই একটি কালীমন্দিরের শুভ উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন মুরাল ভাই ব্রহ্মচারী। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী, বিধায়ক অশোক দেব, জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত প্রমূখ। তত্ত্বাবধানে ছিলেন বজবজ থানার আইসি শান্তনু বসু।

কালীমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে নরনারায়ণ সেবারও আয়োজন ছিল।

গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরকে

প্রথম পাতার পর

সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসের জেরে সমুদ্রের জল প্রায় কপিলমুনির মন্দির পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। দফায় দফায় প্রশাসন আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন পরিস্থিতি কিভাবে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা যায়। আর পাঁচ মাসের পরই গঙ্গাসাগর মেলা, কীভাবে সম্পন্ন হবে সেই মেলা সে নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। অধিকাংশ সমুদ্রতটে যারা ব্যবসায়ী ছিলেন তারা জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র সরে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, এর আগেও বেশ কয়েকবার কপিল মুনির মন্দিরকে গ্রাস করেছে সমুদ্র। আবারও প্রশ্ন উঠছে আরো একবার কি কপিল মুনির মন্দিরকে গ্রাস করবে সমুদ্র? এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

বেহাল বাঁশের সাঁকোই ভরসা

প্রথম পাতার পর

অভিভাবকরা জানাচ্ছেন তারা খুব চিন্তার মধ্যে থাকেন কখন কোন বিপদ ঘটে যায়। জেলে পাড়ার বাসিন্দা বাবলু বারিক জানালেন, এই বেহাল সেতু সংস্কারের জন্য কাঠ এসেছিল। কিন্তু আমরা গ্রামবাসীরা সেই কাঠ ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ বারেবারে কাঠের সেতু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই এখানে কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করুক প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি জানালেন, গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে একটি আবেদন পত্র পেয়েছি। সেখানে কংক্রিটের সেতু বানানোর কথা বলা হয়েছে। আমরা বিষয়টি চিন্তাভাবনা করছি। আশা করি ওই সেতুটি কংক্রিটেরই নির্মাণ হবে।

জাতের নামে বজ্জাতি চলছেই

প্রথম পাতার পর

১২টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১১টি তৈরী হয়েছে কংগ্রেস জমানায়। কিন্তু কোনো একটির লক্ষ্য বিষয়ে নিম্নবর্ণের জাতি, জনজাতি, উপজাতিদের উন্নয়নের উল্লেখ নেই। ইতিহাস বলছে নেহেরুজী নিম্নবর্গের উন্নতির জন্য পঞ্চশীল নামে পরিকল্পনার আবেগপূর্ণ ভাষণ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলেও কাজে কিছুই করেননি। ইন্দিরাজী তো গরিবী হঠাও ডাক দিয়ে ক্ষান্ত থেকেছেন। সেসময় যাদের গরিবী হঠার কথা ছিল তারা আরো গরিব হয়েছে। সংবিধানে জাতপাতের বেড়াজাল না থাকলেও নিজেদের অস্বিত্ব অটুট রাখতে সংরক্ষনের ফর্মুলা বানিয়ে নেতারা নিজেদের ভোট নিশ্চিত করেছে। যার ফল ভারত জুড়ে কোটি কোটি পিছিয়ে পড়া মুখের সারি।

পিভি নরসিমহা রাও-এর কংগ্রেসী জমানায় ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়নের পর তো ঝাঁ চকচকে ইন্ডিয়ার চোখ ধাঁধানো আলোয় আর দেখাই যাচ্ছে না সেইসব মুখের সারিকে। ভাবটা এমন যেন তৃতীয় অর্থনীতির বিশ্ব গুরু ভারতে এদের কোনো প্রয়োজনই নেই। এদের দিকে তাকানোরও দরকার নেই। এদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ব্রাত্য। সংরক্ষনই এদের একমাত্র প্রাপ্য। সংরক্ষনের বাইরে যারা পরে রইল তারা অর্ধমৃত হয়ে বাঁচুক ভোটটা দেওয়ার জন্য। তাই ভারতের শত শত গ্রামে শুধু নুন ভাত খেয়ে আজও দিন কাটাচ্ছে দেশের আদি বাসিন্দারা যাদের একমাত্র সম্বল তাদের কায়িক শ্রম। দুঃখ ভুলতে তারা যখন ছাইপাশ খেয়ে বিভোর হয়ে জ্ঞান হারাচ্ছে তখন অতীতের শাসক অকর্মন্যরা দলিত, নিম্নবর্গদের জন্য কুমিরের কান্নায় সংসদ ভাসাচ্ছে।

বর্তমান শাসকরাই বা কম যায় কিসে, ১৬ বছরের উপর শাসন করে, সংরক্ষণের ঢেকুর তুলে সাফল্যের কীর্তন গাইছে। দীর্ঘদিন ধরে জনগণনা বন্ধ করে বঞ্চিত করে চলেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে। প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে মূল স্রোতে ফেরাবার চেষ্টা না করে বিনা পয়সার চাল, গম দিয়ে ভোটার পোষণ চলছে। যোজন কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ তৈরির পরেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১০ বছরে নিম্নবর্গের জন্য নির্দিষ্ট কোন নীতিই তৈরি করতে পারে নি নীতি আয়োগ।

ফলে মাঠে নামতে হয়েছে শীর্ষ আদালতকে। এদের অবস্থা এখনও এতটাই চরমে যে গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের তফশিলি জাতি উপজাতিদের সংরক্ষণ বজায় রাখতে নির্দেশ দিতে হল। বলতে হল পিছিয়ে পড়াদের যারা সংরক্ষণের আলোয় ইতিমধ্যে উঠে এসেছে তাদের চিহ্নিত করতে। জাত গণনাতেও কার্যত সায় দিয়েছেন বিচারপতিরা। বিচারপতি নয় এসব তো শাসনকর্তাদের কাজ। তা না করায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নয় আসলে ভারতের লজ্জা এই দেশে শাসকনেতারাই।

উত্তরের আঙিনায়

শিশু চুরির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : গত বুধবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এক শিশু চুরিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। শিশু চোর সন্দেহে এক মহিলাকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় জনতা। স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, এক মহিলা তার ৫ বছরের শিশু কন্যাকে নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনে এবং একটি অচেনা মহিলার কাছে রেখে শৌচালয়ে যায়। অভিযোগ এই সুযোগে শিশুটিকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে ওই মহিলা। সেখানে থাকা এক যুবক বিষয়টি বুঝতে পেরে দৌড়ে গিয়ে মহিলাটিকে পাকরাও করে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে। জানাজানি হতেই উত্তেজিত জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে মহিলাটিকে কোনক্রমে জনতার হাত থেকে বাচিয়ে নিজেদের হেফাজতে নেয় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর দিনদুপুরে প্রকাশ্যে এমন শিশু চুরির ঘটনায় আতংকিত পরিজনেরা।

ভেঙে দেওয়া হল অবৈধ নির্মাণ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : অবৈধ নির্মাণ ভেঙ্গে দিল শিলিগুড়ি পুরো নিগম। এদিন নিবেদিতা রোডে মার্গারেট স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয় শিলিগুড়ি পুরো নিগম। উল্লেখ্য ওই এলাকায় বেশ কিছু দোকানপাট অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

ছাত্রীর আবদার মেটালেন মেয়র

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শনিবার করে টক টু মেয়রে ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রী , নাম শ্রেয়সী বণিক শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়রকে জানায় তাদের শ্রেণীকক্ষে ফ্যানের সমস্যার কথা। সোমবার দিন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব বিদ্যালয় পরিদর্শনে করেন ও তার সঙ্গে বলেন। পাশাপাশি নতুন কিছু ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য দ্রুত শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীকক্ষের ফ্যানগুলো পরীক্ষা করে দেখা হবে। প্রয়োজন হলে নতুন কিছু ফ্যান লাগানো হবে।

প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়ের নতুন ভবন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ৩১ জুলাই ২০২৪ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদের আবির্ভাব দিবসে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে শিলিগুড়িতে মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উদয়ন গুহ মহাশয় ও শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক প্রমুখ। এখানে নতুন করে এডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক ও ল্যাবরেটরি বিল্ডিং তৈরি হবে।

জমি মাফিয়া চক্রের কবলে জেশপ পুনরুজ্জীবন আইনের ফাঁসে আটকে

প্রথম পাতার পর

আজ সেই জেসপ অ্যান্ড কোম্পানির বিশাল জমিতে জমি মাফিয়াদের থাবা পড়েছে বলে অভিযোগ। জানা যাচ্ছে, জেসপের জমিতে বেআইনি দখলদারি ও অবৈধ নির্মাণ হয়ে চলেছে ক্রমাগত। এদিকে রাজ্য জুড়ে বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কঠোর নির্দেশিকা জারি করার পরেও শাসকদলের আশ্রিত একশ্রেণির জমির দালালরা সর্বত্র এহেন দখলদারি কায়েম অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যা থেকে বাদ পড়েনি দমদমের এই জেসপ কোম্পানিও। দমদমে জেসপের সম্পত্তি দখলের অভিযোগে সরব তৃণমূল সমর্থিত শ্রমিক ইউনিয়নও। এই অভিযোগকে মান্যতা দিয়ে তদন্তে যায় পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তদন্ত সঠিক পথে এগোতে পারছেনা পুলিশ। এমনটাই প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয় সূত্রে। এই মর্মে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন। জেসপ কোম্পানির ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রশ্ন, ডিগলা রোডে জেসপের জমি দখল করে কিভাবে তৈরি হল একের পর এক বসত বাড়ি? জেসপের স্থাবর-অস্থাবর অসম্পত্তি বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে নোটিস টাঙিয়েছিল প্রশাসন। রাতের অন্ধকারে তা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। জেসপ শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কারখানার জমি দখল করে বাড়ি করে নিচ্ছে। আমরা অভিযোগ জানানোয় তদন্ত করেছে প্রশাসন। তবুও জমি দখল চলেছে। আসলে এতে অনেকেরই মদত আছে। রাজ্য সরকারের পাশ করা বিলে সই করার জন্য আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। আশ্বাস পেলেও কোন অজানা কারণে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এই কারখানায় দায়িত্ব নিতে হিন্দুজা গোষ্ঠী রাজী আছে। আমরা এই কারখানা তিন বছরে দাঁড় করিয়ে দেব। এই আত্মবিশ্বাস আমাদের আছে। শুধু কেন্দ্রের সহযোগিতা দরকার।'

এপ্রসঙ্গে বিজেপির কলকাতা উত্তরে শহরতলি জেলার কার্যকর্তা তথা দমদম বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি পার্থ ভদ্র বলেন, 'জেসপ কোম্পানির এখন খুবই শোচনীয় অবস্থা। এটা এখন আর জেসপ কোম্পানি নেই। ওটা এখন প্রমোটারদের দখলে। শাসকদলের একাংশের মদতে একদিকে যেমন রাতের অন্ধকারে মালপত্র চুরি হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই টাকার বিনিময়ে বসতি স্থাপন হচ্ছে। এখানে একসময় কয়েক হাজার মানুষ কাজ করতেন। কোম্পানির বেহাল অবস্থার পর কাজ হারিয়ে অনেকেই অর্থাভাবে চরম কষ্টে আছেন। অনেকে আত্মহত্যাও করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এটা অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা রেখেছিলেন। এমনকী তিনি একটা পরিমান অর্থও অনুমোদন করেন। কিন্তু তা ভুক্তভোগীদের কাছে যায় না।'

জেসপ রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ভোলা যাদব বলেন, 'যারা নিজেদের দমদমের ভাগ্য বিধাতা মনে করেন, তাদের জন্য জেসপ শেষ হয়ে যাচ্ছে। জেসপের পাশে যে জায়গাগুলো রয়েছে, ওগুলোও শেষ হয়ে যাচ্ছে। জমিগুলো বেদখল হয়ে যাচ্ছে। আমি এটা নিয়ে আন্দোলন করেছি বলে আমাকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হচ্ছে।' অভিযোগের ভিত্তিতে সম্প্রতি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তাদের রিপোর্টে শ্রমিকদের অভিযোগ খারিজ করে বলেন, 'জেসপের নামে আমাদের পুরসভার ফাইলে কোনও রেকর্ড নেই। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে থেকেই অন্য এক ব্যক্তির নামে এই জমির রেকর্ড আছে। জেসপ তার থেকে ভাড়া নিয়ে থাকতে পারে।' জেসপের কারখানা খোলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আইনি টানা পোড়েন চলছে। জেসপের শ্রমিক সংগঠনের দাবি, জেসপের জমির অবৈধ দখলদারি ও আইনি জটিলতার পিছনে কাদের হাত রয়েছে, প্রকৃত তদন্ত সাপেক্ষে তাদের সামনে এনে আইনি ধারায় তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

ট্রাফিক সচেতনতার বার্তা দিতে বাইক চালকদের গোলাপ দিল পড়ুয়ারা

জাহেদ মিস্ত্রী, বারুইপুর : স্কুলের সামনেই বারুইপুর -ক্যানিং রোড। বাম্পার না থাকায় প্রায়শই ঘটে দুর্ঘটনা। বেপরোয়া গতিতে চলে বাইক সহ অন্যান্য গাড়ি। এইসব চালকদের সঠিক শিক্ষা দিতে এবার পথে নামলো স্কুলের পড়ুয়ারা। ছিল স্কুল পরিদর্শক থেকে শুরু করে শিক্ষক -শিক্ষিকারা। হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের হাতে ছাত্র ছাত্রীরা ধরিয়ে দিল গোলাপ ফুল। রামনগর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা প্ল্যাকার্ড নিয়েও হাজির ছিল । তাতে ছিল নানা সচেতনতার বার্তা। এদিন ছিলেন বারুইপুর দক্ষিণ চক্রের স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। তারই নির্দেশে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পারমিতা মল্লিক,ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এহেন অভিনব উদ্যোগে নেমেছেন। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও এমন কাজে নামতে পেরে খুশি। বাইক চালক কানে ফোন নিয়ে এলে ছাত্র ছাত্রীদের প্ল্যাকার্ড দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, বাইক চালকদের একটা বার্তা দেওয়া হল ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমে। এমন উদ্যোগ আগামী দিনেও নেওয়া হবে। এছাড়া ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে ছাত্র ছাত্রীরা অংশ নেবে। তাঁদের মাধ্যমেই সমাজ কে দেওয়া হবে বার্তা। প্রধান শিক্ষিকা পারমিতা মল্লিক বলেন, বাইকের গতি নিয়ে অভিভাবকরা প্রায় অভিযোগ করতো, তাই বেপরোয়া বাইক রুখতে ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হল।

বিজ্ঞপ্তি

(১) শ্রীমতী আশা দেবী, স্বামী- মৃত সুখলাল ধানুক, (২) শ্রী পাপ্পু ধানুক, পিতা- মৃত সুখলাল ধানুক, উভয়ের সাং- ২৫২, জি. টি. রোড, লিলুয়া, পোষ্ট- লিলুয়া, থানা- বালি, পিন নং ৭১১২০৪, জেলা- হাওড়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। ওনারা মৌজা- গনিপুর, জে. এল. নং ১৩, এল. আর. দাগ নং ২৬১, এল. আর. খতিয়ান নং ২৫০৪, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ১৫, থানা মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং জে২-১৮৯/৩১/১/নিউ, সুকান্ত পল্লী রোড- এর অধীনে একটি ২ কাঠা জমি শ্রীমতী বানী মল্লিক-এর নিকট হইতে ক্রয় করেন ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২২ সালে, যাহার দলিল নং ১৭৬০৫/২০২২। উক্ত জমি শ্রীমতী বানী মল্লিক ১৩ ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে শ্রী অশোক মল্লিক-এর নিকট পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি পান, যাহার দলিল নং ৪৪৪৯/২০২২।
অতঃপর উক্ত জমির মিউটেশন-এর আবেদন করিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তির কোনরূপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে বেহালা বি. এল. আর. ও. [৩৯ বীরেন রায় রোড (ইষ্ট), পোঃ + থানা- ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা- ৭০০০০৮] অফিসে অভিযোগ জানান।

শ্রীমতি সোনিয়া ধানুক, স্বামী- মৃত রাজকুমার ধানুক, সাং- ৯, ভু-কৈলাস রোড, একবালপুর, পোষ্ট- খিদিরপুর, থানা- একবালপুর, কোলকাতা- ৭০০০২৩, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। উনি মৌজা- গণিপুর, জে. এল. নং ১৩, এল. আর. দাগ নং ২৬১, এল. আর. খতিয়ান নং ২৫০৪, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ১৫, থানা মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং জে২-১৮৯/৩১/১/নিউ, সুকান্ত পল্লী রোড-এর অধীনে একটি ১ কাঠা জমি শ্রীমতি বানী মল্লিক-এর নিকট হইতে ক্রয় করেন ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২২ সালে, যাহার দলিল নং ১৭৬০৪/২০২২। উক্ত জমি শ্রীমতী বানী মল্লিক ১৩ ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে শ্রী অশোক মল্লিক-এর নিকট পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি পান, যাহার দলিল নং ৪৪৪৯/২০২২।
অতঃপর উক্ত জমির মিউটেশন-এর আবেদন করিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তির কোনরুপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে বেহালা বি. এল. আর. ও. [৩৯ বীরেন রায় রোড (ইষ্ট), পোঃ + থানা- ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা- ৭০০০০৮] অফিসে অভিযোগ জানান।

মহানগরে

‘ডবল’ ভোটার কার্ডধারীরাই পৌর পরিষেবায় সমস্যা করছে

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত ১৪৪ টি ওয়ার্ডে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাঁদের কাছে একাধিক ভোটার পরিচয়পত্র আছে। যার মধ্যে একটি এই কলকাতা শহরের কোনও ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর অন্যটি প্রায় দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিবেশী কোনও রাজ্যের। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচন সাত দফায় মোট ৪৭ দিন ধরে চলেছে। দুটো ভোটার কার্ড থাকা এই সমস্ত ভোটাররা সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফায় নিজ রাজ্যে গিয়ে ভোট দিয়ে এসে, দিন ১৫ পর আঙুলের কালি উঠে যাওয়ার পর সপ্তম দফায় ১ জুন কলকাতায় লোকসভা নির্বাচনে এখানকার ভোটার কার্ড দেখিয়ে আবার ভোট দিয়েছে। এইসব ডাবল ভোটার কার্ড থাকা মানুষজন এই শহরের সমস্ত পৌর পরিষেবা গুলি গ্রহণ করার পরেও দেখা যাচ্ছে যে, এই শহরের জন্য তাদের কোনও দায়বদ্ধতা বা অনুভূতি নেই। কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর অধিবেশনে এমন অত্যন্ত বিপদজনক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পৌরসংস্থার মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের আধিকারিক বিশ্বরূপ দে।

বিশ্বরূপ দে'র বক্তব্য, আমি জানি যে ভোটার সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কিছু করার নেই। কিন্তু পৌর পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এইসব মানুষদের কী চিহ্নিত করা সম্ভব? তা না করলে এই শহরের বৈধ নাগরিকবৃন্দ বিভিন্ন পরিষেবা

পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা পৌর কর্তৃপক্ষের ভাবনাচিন্তা কী?

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কোনও নাগরিক পরিষেবা কলকাতা পৌরসংস্থা আলাদা আলাদা ভাবে দিতে পারা যায় না। আমরা যে জল সরবরাহ করি, সে জল তো সবার জন্য। যদি অন্য রাজ্যের কেউ আসে, কোনও ভোটার এসে থাকে, তবে তার জন্যও আমরা জল সরবরাহ করি। তার জন্যও রাস্তা বা তার জন্যও আলো কলকাতা পৌরসংস্থা দিয়ে থাকে। এগুলি দিয়ে থাকি কারণ কলকাতা শহরটাকে সুন্দর করতে হবে। এবং পৌর পরিষেবা যাতে ভালো থাকে। আর যাঁদের দু'টো রাজ্যের ভোটার কার্ড আছে, এটা তো একটা বেশ বড়োসড়ো বেআইনি কাজ। তবে এটার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন জানানো উচিত হবে। ধরুন, বিহারে বা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একটা আবার আরেকটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের।

কলকাতা পৌরসংস্থার প্রত্যেক পৌরপ্রতিনিধির এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানানো উচিত। যে এই ব্যক্তির দুটো রাজ্য থেকে পাওয়া দু'টি বৈধ ভোটার কার্ড রয়েছে। এবং নির্বাচন কমিশনেরও উচিত এটার বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে পৌর পরিষেবা দেওয়া, এটা কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে সমীচীন নয়। কারণ আমাদের কাছে তিনি ভারতের নাগরিক। এবং যিনি কলকাতায় থাকবেন, তাঁর কাছে সবরকম পরিষেবা যাতে ভালোভাবে পৌঁছোয়। এটা দেখা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এটা ঠিক যে, দু'টো রাজ্যের ইলেকট্রনিক ভোটার আই কার্ড আছে। অন্য রাজ্যেও ভোট আছে আবার এখানেও ভোট আছে। নিশ্চিত ভাবে এটা ‘ক্রিমিনাল অফেন্স'। তবে এটাও নিশ্চিত ভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে।

বার্তা

অগম্য : অচল রাস্তায় জমেছে বৃষ্টির জল, পাশের জঙ্গল ঘেঁষে চলছে অসহায় টোটো। হাওড়ার আন্দুলে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

পথপুকুর : প্রবল বর্ষায় চুঁচুড়া স্টেশনের কাছে জল জমে পুকুর সৃষ্টি হয়েছে। তারই মধ্যে স্কুল বাস, টোটো, অটো ও রিক্সা যাতায়াত করছে। এমনকী স্কুলের ছাত্ররা যাওয়ার সময় সাইকেল নিয়ে গর্তে পড়ে যাচ্ছে। **ছবি : মলয় সুর**

পার্বন : কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তিন তলায় দীপ প্রকাশনের বিপনিতে কেক কেটে স্বাধীনতার বই পার্বন উৎসবের উদ্বোধন করছেন ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায় এবং দীপ প্রকাশনের সিইও সুকন্যা মণ্ডল।

ছবি : সুব্রত মণ্ডল

ই–ভেহিক্যাল চার্জিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার চার প্রান্তে চারটি ই–ভেহিক্যাল চার্জিং স্টেশন তৈরি করছে কলকাতা পৌরসংস্থা। মধ্য কলকাতার হগ স্ট্রিটে ও নোনাপুকুর এলাকায়, দক্ষিণ কলকাতায় গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের নিচে আর পূর্ব কলকাতার কাদাপাড়া নারকেলডাঙা মেন রোডের কাছে এই চার্জিং স্টেশন তৈরি হচ্ছে বলে কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন–বিদ্যুতায়ন সূত্রে খবর। আসলে কলকাতায় ইলেকট্রিক ভেহিক্যালের সংখ্যা উপরোপরি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতা শহরে ই–ভেহিক্যালের মালিকরা এই মুহূর্তে বাড়িতেই গাড়ির ব্যাটারি চার্জ করেন। তাতে ডোমেস্টিক মিটার হওয়ায় চার্জের খরচ অনেক বেশি পড়ে আবার সময়ও লাগে অনেকটা। সাধারণত তিন থেকে ছয় কিলোওয়াট চার্জিং রেট হলে বাড়িতে সম্পূর্ণ চার্জ দিতে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থা নির্মীয়মাণ চার্জিং স্টেশনগুলি ফাস্ট চার্জিং স্টেশন। এখানে ইলেকট্রিক গাড়ির সম্পূর্ণ চার্জ দিতে ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় লাগবে। আর খরচ প্রচলিত জ্বালানির তুলনায় অনেক কম। কলকাতা পৌরসংস্থার এই স্টেশন গুলিতে গাড়ি চার্জ দিতে ইউনিট পিছু আনুমানিক ১৫ টাকা পড়বে। সাধারণত ই–ভেহিক্যাল এসইউভি গাড়ি ৬০ কিলোমিটার যেতে ছয় ইউনিট বিদ্যুৎ লাগে। সেই হিসাবে নয়া চার্জিং স্টেশনে ৬ ইউনিট চার্জ দিতে খরচ পড়বে মাত্র ৯০ টাকা। প্রথাগত জ্বালানিচালিত গাড়ির দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে বিকল্প হল বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি। সেজন্যই কলকাতা পৌরসংস্থার এই ফাস্ট চার্জির স্টেশন নির্মাণ।

১৫ দিন বন্ধ ট্রাম চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ ট্রাম চলাচল পরিষেবা ২ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট মোট ১৫ দিন বন্ধ থাকবে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর নিচে কলকাতা পৌরসংস্থার পানীয় জল সরবরাহের পাইপ লাইনের কাজ চলবে। সেজন্য ট্রাম সার্ভিস চালু থাকলে বিপদ ঘটতে পারে। আগামী ১৭ আগস্ট থেকে আবার পূর্বের মতো নির্ধারিত নিয়ম মেনে টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ ট্রাম চলাচল পরিষেবা চালু হবে।

রেশন কার্ড থাকলে জি আর ভাতা নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার মাধ্যমে প্রদেয় ‘গ্র্যাচিউয়িটাস্ রিলীফ্ (জি.আর.) ভাতা বিগত দুই বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। এর আগেও এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, নাতিদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কলকাতা পৌর এলাকার দরিদ্রতম পৌরবাসী এই ভাতা থেকে বঞ্চিত। যদিও ইতিমধ্যেই এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই অবস্থায় দাবী, কলকাতা পৌর এলাকার অতীব অর্থনৈতিক প্রান্তসীমায় বসবাসকারী দরিদ্রতম মানুষের স্বার্থে দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক।

৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী বলেন, পিছিয়ে পড়া পৌরবাসী একেবারে প্রান্তসীমার বাইরে থাকেন যারা, তাদের একটা বিশেষ ভাতা হল জি.আর. ভাতা। সেই ভাতার পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য। কলকাতা পৌর এলাকার একেবারে দরিদ্রতম মানুষদের এই ভাতা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু দুবছর ধরে এই ভাতাটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে পৌর প্রতিনিধিদের ওপর এই ভাতার বিষয়ে দু'বছর ধরে একটা চাপ আসছে। আমরা সদুত্তর দিতে পারছি না। সাম্প্রতিক কালে এই ভাতার টাকা যাঁরা

পায়, তাঁদের একটা সার্ভের কাজ চলছে। জানা যাচ্ছে, এই ভাতার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জানতে পেরেছে এই ভাতার টাকা যাঁরা পায় তাদের কার কি কি শ্রেণির রেশন কার্ড আছে। একটা ব্যক্তি মাসে ১২০ টাকা হিসেবে বছরে ১,৪৪০ টাকা ভাতা পায়। অরূপ বাবুর দাবি সব মানুষের রেশন কার্ড নেই। গরিব মানুষ যারা প্রান্ত সীমার বাইরে থাকেন, তাদের যাতে এই ন্যূনতম আর্থিক সাহায্য বারংবার চাইতে আসতে না হয় সেটা নিশ্চিন্ত করা দরকার।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জি.আরে'র. টাকাটা দু'বছর ধরে পাচ্ছি না কেন? সব পৌরপ্রতিনিধিই এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ২০২১ – ২২ এবং ২০২২ – ২৩ অর্থবর্ষে আমরা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে'র কাছ থেকে নোটিশ পাই। তাতে বলা আছে, সমস্ত ওয়ার্ডে সার্ভে করে দেখতে হবে এই ভাতা প্রাপকদের রেশন কার্ড আছে কী না? অর্থাৎ রেশন কার্ড থাকলে, জি. আরে'র টাকাটাদেওয়া যায় না। এটা গতবছর জানতে চাওয়া হয়েছিল। তা এই সার্ভের কাজে ৬২ জনের এখনও বাকি আছে। এটা পাওয়ার পর, আমরা কার রেশন কার্ড আছে আর কার রেশন কার্ড নেই। এই রিপোর্টটা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট দফতরে পাঠানো হবে। তারা বিচার–বিশ্লেষণ করে, যাঁদের রেশন কার্ড আছে, তাঁদের এবার থেকে জি.আর. দেওয়া আর হবে না। রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিরা জি. আর. ভাতা পেতে পারে না। তবে যাঁরা জি.আর. পাবে আগামী শারদোৎসবের আগে তাঁরা জি.আর. ভাতা পেতে পারে।

এরই সঙ্গে মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, সুডা(স্টেট আর্বান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) থেকে ১১ জুলাইয়ের এক চিঠিতে বলা আছে বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা যেগুলি পাওয়া যায়, সেটাতে এখন থেকে আর লাইফ সার্টিফিকেট দিতে হবে না। দপ্তর থেকে সরাসরি প্রতি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সার্ভে করে দেখা হবে। কে জীবিত আর কে মৃত। মৃতদের জায়গায় অন্য দুস্থদের

ম্যাজিক লাভারস্ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রামমোহন হলে পি সি সরকার জুনিয়রের ৭৮ তম জন্মদিন পালন করা হল। প্রাক্তন বিচারপতি ও রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন, তবলা বাদক মল্লার ঘোষ, আবৃত্তি শিল্পী মল্লিকা ঘোষ, দাবারু দিব্যেন্দু বড়ুয়া, বক্সিং–এর জগতের দিকপাল অসিত ব্যার্নাজি সহ জাদুকর জয়শ্রী সরকার ও মৌবনী সরকার এবং অন্যান্য জাদুকরেরা উপস্থিত ছিলেন শুভেচ্ছা প্রদান করতে। ছবি : প্রীতম দাস

বাড়ছে বাঘের হালুম ডাক

দীপঙ্কর মান্না

২০১০ সালের ২৯ জুলাই থেকে বিশ্ব বাঘদিবস পালিত হয়ে আসছে। এবছরও পালিত হল আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস। সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা সেঞ্চুরি পার করেছে বলে জানান বনমন্ত্রী। সে প্রসঙ্গ জানার আগে জেনে নেওয়া যাক বাঘের কিছু জানা অজানা কথা।

বনের রাজা বাঘের নানা নাম। বাঘ, ব্যাঘ্র, কর্বর, শার্দুল বা শের। ইংরেজি নাম টাইগার। বৈজ্ঞানিক নাম প্যানথেরা টাইগ্রিস। বাঘ বিড়াল জাতীয় স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী। এরা সিংহ ও জাগুয়ারের চেয়ে বিশালাকার ও শক্তিশালী। ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনাম এই ৬টি দেশের জাতীয় প্রাণী বাঘ। আবার বিশ্বের ৭৫ শতাংশ বাঘের বাস আমাদের ভারতে। তাই ভারতের কাছে বাঘ দিবসের গুরুত্ব। বাঘ দিবসের মূল ৪টি উদ্দেশ্য হলো: (১) বাঘেদের স্বাভাবিক বাসস্থান বৃদ্ধি করা (২) চোরাশিকার ও চোরাচালান বন্ধ করা (৩) বাঘ সংরক্ষণ করা এবং (৪) সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

পৃথিবী জুড়ে ৩২ টি প্রজাতির বাঘ থাকলেও বর্তমানে ৬টি প্রজাতির বাঘ বেঁচে আছে কোনভাবে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এই ৬টি প্রজাতি হলো (১) বেঙ্গল টাইগার (২) আমুর টাইগার (৩) সাউথ চায়না টাইগার (৪) মালয়ওয়ান টাইগার (৫) ইন্দো চাইনিজ টাইগার ও (৬) সুমাত্রা টাইগার। দুঃখের কথা এদের কেউ আবার বিলুপ্তির পথে। আগেই অবলুপ্ত হয়েছে জাভা আর বালি দ্বীপের বাঘ। পৃথিবী জুড়ে বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ মূলত ৫টি (১) বাঘেদের বাসস্থানের অভাব (২) খাদ্যের অভাব (৩) চোরা শিকারিদের বাড়বাড়ন্ত (৪) জলবায়ুর

পরিবর্তন ও (৫) জিনগত বৈশিষ্ট্য। অথচ বাঘ সম্পর্কে চালু আছে কয়েকটি মজার মজার তথ্য। (১) বাঘের আঙুলের নরম প্যাড, তারফলে এরা নীরবে চলাফেরা করতে পারে। (২) একটি বাঘ সাধারণত এক রাতে শিকারের জন্য ৬–১২ মাইল পর্যন্ত ভ্রমন করতে পারে। (৩) দিনের বেলা ভিন্ন ভিন্ন বাঘ ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মবেশে ধারণ করতে পারে। (৪) বাঘ দক্ষ সাঁতারু (৫) এরা ঘন্টার ৬৫ কিমি পর্যন্ত ছুটতে পারে।(৬) তিন কিমি দূর থেকে শোনা যায় বাঘের কর্কশ গর্জন (৭) এও শোনা যায় বাঘ নাকি সহজেই গাছে উঠতে পারে।তা সত্বেও পৃথিবী জুড়ে কমতে থাকে বাঘের সংখ্যা, কমতে থাকে বাঘের প্রজাতি।বাঘ দিবসে এটাই বড় ভাবনা ও সমস্যা।

এবার ফিরে আসি বনমন্ত্রী–র সুখবর পরিসংখ্যানে। সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা সেঞ্চুরি পার করেছে, অর্থাৎ বর্তমান বছরে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১০১ টি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্যে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি, অবশ্যই সুখবর। ২০১০ সালে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ৭৪টি, ২০১৪–য় বেড়ে দাঁড়ায় ৭৬টি, আর ২০১৮–য় আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৮৮টি। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করে, বাঘের সংখ্যার ওপর। তাই বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি মঙ্গলকর। তাছাড়া এশিয়ার মধ্যে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বৃহত্তম ও আকর্ষণীয় । বিশ্বের ৭৫ শতাংশ বাঘ ভারতে থাকলেও, বেশিরভাগ বাঘ দেখা যায় সুন্দরবনে।২০২২ সালের বাঘ সুমারি অনুযায়ী ভারতে বাঘের সংখ্যা ৩১৬৭টি। বাঘ সংরক্ষণ ও বাঘ বাঁচাতে ১৯৭৩ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে ভারতে শুরু হয় ব্যাঘ্র প্রকল্প।প্রথম প্রকল্প দেখা যায় উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট ন্যাশানাল পার্কে। বর্তমানে ভারতে মোট ৫৫টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগার আছে। সবচেয়ে বেশি বাঘ প্রকল্প আছে মধ্যপ্রদেশে। জাতীয় প্রাণী বনের রাজা বাঘ সংরক্ষণ ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য বন দফতরের ভাবনা অবশ্যই ইতিবাচক।বন দফতরের পাশাপাশি বাঘ দিবসে আমাদের শপথ হোক– (১) বাঘেদের আবাস বৃদ্ধি করা (২) বাঘের চোরাশিকার ও চোরাচালান বন্ধ করা (৩) বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতন বাড়ানো (৪) বাঘ হত্যা ও বাঘ চালানকারীদেরচরম শাস্তি দেওয়া, এবং (৫) বাঘ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে গেঁথে থাকা কিছু ভুল ধারণা দূর করা। আমাদের গর্বের সুন্দরবন বাঁচুক। বৃদ্ধি পাক আরো বাঘ।বাঁচুক সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, ‘এবারের ক্যামেরার ছবিতে আমরা জঙ্গলে প্রচুর ব্যাঘ্র শাবকের দেখা পেয়েছি। বাঘের সংখ্যা আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে, তেমনই এত সংখ্যক ব্যাঘ্রশাবকের কারণে আগামীতে বাঘের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আমাদের আশা।’

বাঘ বিধবাদের উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : চম্পা মহিলা সোসাইটির উদ্যোগে বাঘ বিধবাদের নিয়ে ২৯ জুলাই সুন্দরবনের বালি ১ পঞ্চায়েতের মথুরাখণ্ড দ্বীপে পালিত হল আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস। এছাড়াও বাঘ বাঁচানোর শপথ নিয়ে ৩ কিমি এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা, স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা এমনকি নদী সংলগ্ন এলাকায় ম্যানগ্রোভ রোপণ করা হয়। শপথ গ্রহণ করা হয়, ‘সুন্দরবনের রত্ন ,নেব বাঘের যত্ন’। এদিন প্রদীপ প্রজ্জোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক। উপস্থিত ছিলেন বাঘ বিধবা মা বৃহস্পতি বিশ্বাস ,মঙ্গলী মণ্ডল, বনিতা মণ্ডল, কানন মণ্ডল, সুষমা গায়েনরা। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মথুরাখণ্ড সুরেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক স্বপন মণ্ডল, বনমালী মণ্ডল, নীলমাধব সরকার, বিভাস মণ্ডল, মাধব মণ্ডল, মহাদেব দাস, পরিমল বরকন্দাজ, শ্যামলী পাত্র, মিনতি মণ্ডল, পঞ্চানন বেরা, সন্দীপ মণ্ডল,প্রভাষ হালদার সহ বিদ্যালয়ের ৪০০ অধিক ছাত্রছাত্রী ও এলাকার মৎস্যজীবিরা।

সুন্দরবন ভ্রমণে ইলিশ উৎসবে বাঘকে ক্যামেরা বন্দি করলেন অস্ট্রেলিয়ান পর্যটক

সুভাষ চন্দ্র দাস

বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে গত ৮ জুলাই থেকে সুন্দরবনে শুরু হয়েছে ইলিশ উৎসব। সুন্দরবনের এই উৎসবে মূলত এক ঢিলে দুই পাখি মারার কার্যক্রম। একদিকে নদীবক্ষে ভ্রমণ কালিন ইলিশের স্বাদ গ্রহণ আর অপরদিকে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য ব–দ্বীপ সুন্দরবনের বাদাবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা।

এহেন সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন দেশ বিদেশের পর্যটকরা। আর সেই কারণে সুন্দরবনে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে সুন্দরবন ভ্রমণ করতে এসেছিলেন মিঃ ডানকান চালমার্চ। শুক্রবার সুন্দরবনের দোবাঁকি সংলগ্ন জঙ্গল এলাকায় নদীবক্ষে ভ্রমণ করছিলেন। সেই সময় নজরে পড়ে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের বিচরণ।

একটুও সময় অপেক্ষা না করে তড়িঘড়ি বাঘ মামাকে ক্যামেরায় বন্দি করেন মিঃ ডানকান চালমার্চ। তিনি জানিয়েছেন,আবারও সুযোগ পেলে সুন্দরবন ভ্রমণে আসবেন। কারণ সুন্দরবনের মতো এমন প্রকৃতিক সৌন্দর্যের ম্যানগ্রোভ অরণ্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর একটা নেই। ফলে সুন্দরবনের এই আকর্ষণ বারে বারে হৃদয়ে অনুভব হয়। তা স্বচক্ষে না দেখলে আফশোষ হতে বাধ্য।’

অস্ট্রেলিয়ান পর্যটক ডানকান চালমার্চের তোলা সেই ছবি

মাঙ্গলিকী

বেহালা অনুদর্শী আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৪

বাবুলকৃষ্ণ দে

বিগত ২১ জুন ২০২৪ তৃপ্তি মিত্র সভাগৃহে বেহালা অনুদর্শী আয়োজিত সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৪'স্পর্দ্ধার রং' অনুষ্ঠিত হল। এটা সুমনার নতুন সংযোজন। স্পর্দ্ধার রং কেমন? লাল–সাদা–নীল–সবুজ না রামধনু রং? প্রশ্নটা ছিল জয়শ্রী ভট্টাচার্যর। প্রজ্ঞা কালচারাল ইউনিটের কর্ণধার জয়শ্রী দি–র। সত্যিই তো স্পর্ধা না থাকলে এই মেয়েগুলো নিজেদের অস্তিত্বই রক্ষা করতে পারতো না। প্রতি বছর বেহালা অনুদর্শী ৮ মার্চ নারী দিবস পালন করে থাকে। কিন্তু এ বছরের গোড়াতেই সুমনার মাতৃদেবী সুমনাকে একলা করে আচমকা চলে গেলেন আমৃত লোকে। মাথার উপর বটগাছটা হঠাৎ সরে যাওয়ায় সবকিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেল। মার্চ পেরিয়ে গেল অথচ নারী দিবস পালন করা হল না। মনটা কিছুটা খারাপ হ'ল সুমনার। পরে ভেবে দেখল প্রতিটি দিনই তো নারীদের দিন। রোজকার জীবন–সংগ্রাম একদিন প্রতিদিন। অনুষ্ঠানের বক্তা হিসাবে উপস্থিত সমাজে সকল শ্রেণির লড়াকু মহিলারা। সবাই তাদের জীবনযুদ্ধের কথা মন খুলে বললেন। জীবনযাপনের কত যে রং হয় উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সুচ্ছিদ্র নীরবতায় শুনলেন। মনের গহন কোণে তুলে দিল একটা আলোড়ন। নৃত্যশিল্পী মৌসুমী সাহা করোনাকালে স্বামীকে হারিয়ে অসহায়ভাবে সন্তান নিয়ে একেবারে একা। তার ছাত্রীরাই তার অবলম্বন। সেদিন শিক্ষিকা ও তার ছাত্রীদের নৃত্য আমাদের সকলকে মুগ্ধ করল। গৃহবধূ পারমিতা দাস অল্প বয়সে শিশুকন্যা নিয়ে স্বামীহারা। ব্রেনস্ট্রোকে পঙ্গু স্বামীকে দেখেছেন, মেয়েকে মানুষ করেছেন সেলাইপড়াই ও টিউশনি করে। এদের মর্ম কথা শোনার কেউ নেই। শিল্পী সংসদের পত্রিকা বিক্রি করেন দুঃস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য। তার জীবনের কথা কেউ কখনো জানতেও চায়নি।

নাট্যকার–পরিচালক–অভিনেত্রী ও শিক্ষিকা জীবনে সফল সুচরিতা বড়ুয়া চট্টোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল জীবন একলহমায় শেষ হয়ে গেল একমাত্র সন্তান হারানোর মর্মস্পর্শী বেদনায়। থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার লড়াই করছে প্রতিনিয়ত। জয়শ্রীদি আদিবাসীদের প্রশিক্ষণ করিয়ে তাদের নিয়ে শিল্প সৃষ্টি ও শিল্পগ্রাম তৈরি কারার কাহিনী শোনালেন। সোমা ইন্দু দে একজন গৃহবধূ দুই সন্তানের জননী এবং অভিনেত্রী। ঘরের নিরাপত্তা ছেড়ে তাকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী হতে হয়েছে সংসার চালানোর জন্য। অন্তিকা চ্যাট্টার্জী সদর্পে তার নাট্যসৃজনী পত্রিকা সঠিক সময়ে প্রকাশ করে চলেছেন নির্ভিকভাবে। প্রকাশনা অফিস তৈরি করেছেন, নাট্যদল তৈরি করেছেন, এবং নিয়মিত অভিনয় করে চলেছেন। কত বর্ণাঢ্য পথ যাত্রার অভিজ্ঞতা ভাবলে একটু অবাক হই বটে। তপন থিয়েটারের পাশে দীপা ব্যানার্জীর চায়ের স্টল। স্বামীকে হারিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুর–শাশুড়ী অতকীতে কচি মেয়েকে রাস্তায় হাত পাতার মতো পরিস্থিতিতে শিকার হলেন অতকীতে। ধৈর্য্য না হারিয়ে একমাত্র কন্যাকে কলেজে ম্যাসকমিউনিকেশন পড়িয়ে যোগ্য করে তোলেন। আজ দীপার মেয়ে শিক্ষিত চাকরিজীবী বর্তমানে নেদারল্যান্ডসে থাকে। এমন কোনও নাট্যশিল্পী নেই যে দীপার হাতের চা না খেয়ে তপন থিয়েটারে ঢুকেছে। আজ দীপা সদর্পে বলতে পারে–আমার হাতের চা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তীরাও খেয়ে প্রশংসা করেছেন। স্পর্দ্ধার রং কত জোড়ালো। এদেরকে এক প্ল্যাটফর্মে এনে এদের মনের জমাট বাধা দুঃখের কথা ভাগ করে নিয়ে সুমনা যে কাজটা করে দেখলো তা নিশ্চই প্রশংসার দাবি রাখে। সুমনার কথায় আমরা সকলে একাত্ব হতে পেরেছি। সকলে মন খুলে কথা বলেছেন,অনেকে অশ্রু চাপতে পারেননি। ভারাক্রান্ত পরিবেশ এক নিমেষেই বদলে গেল শিশুশিল্পীদের চমৎকার নৃত্য পরিবেশনে। সহাসা রায় ও মধুমিতা ভোরাই শ্রুতিনাটক পরিবেশন করলেন। সোমা ইন্দু দে চিত্রাঙ্গদা পরিবেশন করলেন। সুমনা চক্রবর্তী নিজেও আবৃত্তি করলেন এবং বধুর কবিতার সঙ্গে কোরিওগ্রাফ করে নৃত্য পরিবেশন করলেন অলি গুছাইত। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সুমনা নিজেই।

উপস্থিত ছিলেন স্বপ্ন সূচনার বিজয় মুখোপাধ্যায়, সুতানুটি রঙমুখ দলের কাজল চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা উৎপল চক্রবর্তী, অনুদর্শীর সম্পাদক সুশান্ত চক্রবর্তী, কলকাতা যোগসূত্র থেকে সিদ্ধার্থবাবু যাদবপুর মনন'এর সনাতন কোলে ও কাকলি কোলে এবং আরও নাটকের বহুগুণীজন। এবার থেকে সুমনা হয়তো প্রতিবছর এই ধরনের অনুষ্ঠানে মেতে উঠবে। সমাজের এই দুঃখী মানুষগুলি পাদপ্রদীপের আলোতে এসে নিজেদের সঞ্জীবিত করে নতুন নতুন কর্ম উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং তাদের প্রত্যেকের মনে একটা আশার সঞ্চার হবে এতে কোনও সন্দেহই নেই। সমাজের একটু পিছিয়ে পড়া বা লড়াই করার মতো মানুষেরা যদি এভাবে সকলের সামনে আসে এভাবে সম্মানিত হন তবে এই অসময় পরিস্থিতিতে ও সমাজে একটা নতুন দ্বিগন্তও খুলে যেতে পারে। এটাও এক ধরনের সমাজ সেবাও বটে। তাই সুমনাকে একটা সাধুবাদ জানাই এই নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য। আমি শুধু উপসংহারে সুমনাকে একটা কথাই বলতে চাই–'সুমনা! মানুষ বড় কাঁদছে'। যদি এভাবে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারিস, এরমতো ভালো কাজ আর হয় না। এই সমস্ত মানুষেরা যে প্রাণভরা আর্শীবাদ করবে তা রাখার জায়গা পাবি না। এভাবেই এগিয়ে যা আমি তোর পাশে ছিলাম আছি থাকবো। অগ্রগতির নমুনা দেখতে পেলে কার না ভালো লাগে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিকল্পিত ও সুন্দরভাবে সঞ্চালিত হওয়ায় আমার মনের পরে একটা ভালো ব্যায়াম হয়ে গিয়েছে। তাই সকল নাট্যকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলছি, 'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে এপথ চেনার।'

পরিশেষে, একটা নির্মম সত্য কথা নাবলে পারছিনা। দুঃখের হলেও সত্যি যে আমাদের নাট্যদল গুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন বড়ো আলগা হয়ে আছে, আছে পরস্পরের সঙ্গে অহেতুক হিংসার বাতাবরণ। এটা নাট্য সমাজকে যেমন পীড়িত করেছে, তেমনি কলুষিতও করছে। যেটা একেবারেই কাম্য নয়, সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে চলতে হবেই এবং এর কোনও বিকল্প পথ নেই। তাই কবিগুরুকে স্মরণ করে বলি 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর। আছে মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুবাসুর।

'প্রেমপ্রীতির মধুর বাঁধনে
যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে।।'

এটাই সহজপথ উত্তরণের দিশা, অংশগ্রহণকারী সকল দলকে শুভেচ্ছা জানাই আর সুমনার জন্য রইল একটা উষ্ণ অভিনন্দন।

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের ৯৪ তম আত্মাহুতি দিবস পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: বীর বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য এর ৯৪ তম আত্মাহুতি দিবস পালন করা হল ২৭ জুলাই শনিবার তাঁর জন্মস্থান জয়নগর মজিলপুরে। এদিন সকালে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা ভবনে বিপ্লবীর স্মৃতিতে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করে স্মরণ করলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ একাধিক কাউন্সিলারগন। এরপরে জয়নগর মজিলপুর দও বাজারে বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও বিপ্লবীর সম্পর্কে আলোকপাত করলেন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, লালমোহন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল, সাধন কুণ্ডু, প্রবীর নন্দী, পুলক বসু, খোকন দাস সহ আরো অনেকে।এর পরে এদিন দুপুরে জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলে বিপ্লবীর ছবিতে মাল্যদান ও বিপ্লবীর জীবন নিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আত্মাহুতি দিবস পালন করা হল। উপস্থিত ছিলেন জে এম টেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপংকর মন্ডল,সহ শিক্ষক জ্যোতির্ময় দাস সহ একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকাগন এবং বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্য ও স্কুলের পড়ুয়ারা।উল্লেখ্য,বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির রায়দানকারী কুখ্যত বিচারক গার্লিককে প্রকাশ্য এজলাসে গুলি করে বিষপান করে আত্মাহুতি দেন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য।আর তাঁর মতো শহীদকে স্মরণ করে প্রতি বছর আলিপুর জর্জকোর্টেও তাঁর জন্মস্থান জয়নগর মজিলপুরে আত্মাহুতি দিবস পালন করা হয়।

গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান

উজ্জ্বল সরদার : আন্তর্জাতিক বাঘদিবসের প্রাক দিনে কলকাতার অক্সফোর্ড বুক স্টোরে উদ্বোধন হল 'সুন্দরবনের বাঘ' বই। এই বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। বইটির প্রকাশক বিস্তার পাবলিকেশন। এদিনের গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট তথা চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন শ্রদ্ধেয় দেবল রায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ডঃ কল্যাণ রুদ্র মহাশয়। সুন্দরবনের বাঘ সংক্রান্ত ২২ টি প্রবন্ধ ও বিশেষ কিছু আলোকচিত্রে ভরপুর এই গ্রন্থ। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিদ্বয়ের বক্তব্য ছিল বেশ মনোগ্রাহী। শ্রদ্ধেয় দেবল রায় তাঁর বক্তব্যে জানান, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলেই বিশেষ আনন্দিত এবিষয়ে কোন সংশয় নেই, কিন্তু শুধু বাঘের এই পরিসংখ্যানগত বৃদ্ধিতে আনন্দিত না হয়ে সার্বিক বনভূমি বৃদ্ধি ও তার সামগ্রিক জীব পরিমণ্ডল সংরক্ষণে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেই আগামীদিনের সুন্দর পৃথিবী লাভ করা সম্ভব, নচেৎ আমরা সকলেই ভয়াবহ সংকটের দিকেই এগিয়ে চলেছি। নদী বিজ্ঞানী অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, সুন্দরবনের নদী ভাঙন নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন বহুদিন ধরেই। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল সুন্দরবনের নদী ভাঙ্গনে জনজীবনের পাশাপাশি জঙ্গলের জীববৈচিত্র ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই অশনি সংকেতের আভাষ তাঁর কথাতেও পরিস্ফুট হয়েছে। সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী এই গ্রন্থের সকল লেখক, আলোকচিত্রিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে। প্রকাশক সংস্থার পক্ষ থেকে প্রদোষ রঞ্জন সাহা জানান, তাঁদের প্রকাশনী মূলত উত্তরবঙ্গ নির্ভরশীল। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন সংক্রান্ত বিশেষ করে বাঘের মত এমন রাজকীয় বিষয় নিয়ে কাজ করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। আগামীদিনে পাঠকের কাছে এই বই সমাদৃত হলে তারপরেই তাঁদের পরিশ্রম সার্থক হবে বলেই তাঁরা আশাবাদী।

মুদ্রা নিয়ে তিন দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'কলিকাতা মুদ্রা পরিষৎ' সমগ্র ভারতবর্ষে মুদ্রা সংগ্রহ ও চর্চার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আগে প্রতি বছর জুলাই মাসে কলকাতার অভিজাত হলদিরাম ব্যাঙ্কোয়েট হলে মুদ্রা, মেডেল, টোকেন, কাগুজে নোট, ডাকটিকিট এসবকিছু প্রদর্শনী ও বিকিকিনির মেলার আয়োজন করে। এবার তাঁদের এই উদ্যোগ 'কলকাতা কয়েন ফেস্ট– ২০২৪' সাড়ম্বরে হল ২৬ থেকে ২৮ জুলাই, সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। প্রায় শতাধিক মুদ্রা বিক্রেতা ডিলার, কলকাতার ভারতীয় ট্যাকশাল এখানে তাঁদের স্টলে পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন ক্রেতাদের জন্য। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে মুদ্রা নিলাম হয়েছে 'জৈন অক্সান হাউস' এর পরিচালনায়। আয়োজকদের তথ্যানুযায়ী এবারে এই তিনদিনে প্রায় লক্ষাধিক দর্শক উপস্থিত হয়েছিলেন। 'কলকাতা মুদ্রা পরিষৎ' এর সম্পাদক রবিশঙ্কর শর্মা সাক্ষাৎকারে জানান, "সাধারণ মানুষের মধ্যে দিনে দিনে আমরা মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা যে বৃদ্ধি করতে পেরেছি তার ফলেই এতো রাশি রাশি মানুষের আগমন ঘটেছে এখানে। এতো জনগণের সাড়া পেয়ে আমরা মুগ্ধ, তাই আগামীদিনে এই মুদ্রা মেলা নিয়ে বড় পরিকল্পনা গ্রহণ

করার আশা রাখছি।" সাধারণ মানুষের মধ্যে মুদ্রা বিষয়ে জানা ও তা সংগ্রহ করার উদ্দীপনা দেখে চমৎকৃত হতেই হয়। কলকাতা শহরে আজও যে এতো শখের মানুষ আছেন, তা অভাবনীয়।

রথীন্দ্র ও রজনী জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ ও ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় 'অশোক নাথ– গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতির উদ্যোগে ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কর্ণধার বিমান ভট্টাচার্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় রথীনবাবুর ৮৩ তম ও রজনীবাবুর ১৫৯ তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। উক্ত দুই ব্যক্তির মহান জীবন সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে সারগর্ভ ভাষণ দেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও নেতাজি গবেষক তথা আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, ড. শান্তিনাথ ঘোষ, তিমির হালদার, জয়ন্ত চক্রবর্তী, দেবযানী ঘোষ, কৃপাসিন্ধু হাইত, ভারতী পাল, আশীষ গিরি, স্বপন চন্দ্র, সুব্রত মোদক, অনুরাধা হালদার, মিতা দেবী , সন্ধ্যা হালদার, অমলেন্দু হাইত, দেবিকা দেবী, কামাক্ষ্যা দাস, চন্দ্রানী কর্মকার প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌম্য বসু, অঞ্জলী মুখার্জী, অজন্তা আঢ্য, তাপসী চক্রবর্তী, মালা পাল। মাউথ অর্গ্যান বাজান অশোক দাস। অনুষ্ঠানে অসংখ্য শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রবিবাসরের অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের স্মৃতিধন্য রবিবাসর শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে। তার ৯৫ বছরের চতুর্থ অধিবেশনটি বসেছিল ২৮ জুলাই সন্ধ্যায় গল্ফ গার্ডেনে সংস্থার সভ্য দিব্যেন্দু রায় ও পারমিতা রায়ের বাড়িতে।। শুরুতে প্রয়াত সদস্য সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে এক মিনিটকাল নীরবতা পালন করা হয়। যথারীতি কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, বক্তব্য রাখা, সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এই অধিবেশনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন সভ্যসভ্যারা। যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন শিবাজী চৌধুরী, মমতা রায়, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ দাস, সুস্মিতা দাস, অপর্ণা বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন, কল্যাণী সিনহা, বিজন চন্দ্র, পারমিতা রায় ও শঙ্কর ঘোষ। বাংলাদেশে নজরুল চর্চা নিয়ে বললেন প্রধান বক্তা বরুন চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেছিলেন জগদিন্দ্র মণ্ডল। তিনি শোনালেন গান। দিব্যেন্দু রায়ের পরিচালনায় তুঙ্গভদ্রার তীরে তথ্যচিত্রটি দেখানো হল। সেইসঙ্গে দেখানো হল রাজা সেনের রবিবাসর। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা সুষ্ঠুমত করলেন সংস্থার সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন রঙে নারী বন্দনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ এ জুলাই শনিবার অবন মহলে (সিএলটি) অনুষ্ঠিত হল অন্তর্বাহ– এর ১৮ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান। জমজমাট এই অনুষ্ঠানের এবারের থিম ছিল আমরা নারী,আমরা পারি। রামবন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর নবরূপে পঞ্চনারীর পরিবেশনা। পৌরাণিক নারী শকুন্তলা, বেহুলা, জনা, উর্মিলা ও দ্রৌপদীকে বর্তমান পরিবেশের যুগোপযোগী করে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি নৃত্যশিল্পী নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তারপরে ছিল চল্লিশোর্ধ্ব মহিলাদের নিয়ে যোগা ক্লাসের ক্রিয়েটিভ রবীন্দ্রনৃত্য।

পরের চমক ছিল রামধনুর সাতটা রঙের খেলা। ছন্দে,তালে রঙ কীভাবে নাচের আকার নিতে পারে তার অভাবনীয় পরিবেশনা দেখা গেল এই অনুষ্ঠানে। সমগ্র নৃত্য পরিচালনা করেন রুমা বর্ধন। সুর সংযোজন,পশ্চাতপটচিত্র, ভিডিওগ্রাফি, কারিগরী সৃজনশীলতা ছিলেন সূর্যনীল আইচ। সহকারী সৃজনে ছিলেন শ্রেয়শ্রী দে। নৃত্য পরিবেশনা করেছেন দোলা, কৃষ্ণা, শ্রীপর্ণা, সুস্মিতা, পামেলা, পিয়ানো, অনন্যা, মায়া,মণিকা, প্রিয়াঙ্কা ও শ্রেয়শ্রী।

যোগাক্লাসের নৃত্যশিল্পীরা হলেন সুস্মিতা, সুতপা, সুকন্যা, অপর্না,অর্পিতা,পম ও রীমা। সঞ্চালনা ও ভাষ্যপাঠে ছিলেন সুস্মিতা,রীমা ও পম ও নীপা। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের রথী–মহারথীরা এই অনুষ্ঠানের সাক্ষী ছিলেন। টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ হয়। অনুষ্ঠানের নেপথ্যে ছিল১)সেনকো গোল্ড এন্ড জুয়েলারি, ২)সেনকো অলংকার, ৩) ইন্ডিয়ান জেমস এন্ড জুয়েলারি, ৪) আর চৌধুরী এন্ড সন্স এবং ৫) বি–বনি হেয়ার এন্ড স্কিন কেয়ার।

মানিকতলায় স্মরণসভা ও ভক্তিগীতি সম্মেলন

হীরালাল চন্দ্র : গত ২ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই ১৫১ নম্বর বিবেকানন্দ রোডে ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্যোগে ও সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় ভক্তিগীতি সম্মেলন ও স্মারক বক্তৃতা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী 'দেবারতি সেন ও শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক। তবলায় সঙ্গত করেন সৌমেন মুর্খাজী। এছাড়া গান গেয়ে শোনান মিতা নাগ, অর্পণা ঘোষ বিশ্বাস, চন্দ্রমোহন দাস, সুস্মিতা রীত, সৌম্য চ্যাটার্জি, ড: শঙ্কর ঘোষ, করুণাময়ী ভট্টাচার্য, প্রদ্যোত ব্যানার্জী প্রমুখ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, জগৎমাতা সারদা দেবী, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতার মহান জীবনী ও ভগবৎ পাঠ, রথযাত্রা, গুরুপূর্ণিমা প্রভৃতি সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন ড. তপন চক্রবর্তী, রাজেশ পঙ্কজ ব্যানর্জী, সেবাব্রত আনন্দ, আপ্তকাম মাতাজি, ভাস্কর রায়চৌধুরী, হৈমন্তী চ্যাটার্জি, শশধর দাস, ক্ষিতি দত্ত, আরাধনা পাল, তিলক ভট্টাচার্য প্রমুখ। সঞ্চালক ছিলেন সুভাষ মিত্র। স্মারক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছিলেন স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বর্গীয় সলিল দাস, স্বর্গীয় স্বাতী বসাক, স্বর্গীয় উমা প্রসাদ ঘোষাল ও স্বর্গীয় চারুশীলা দাসী। সহযোগীতা করেন রঞ্জন রায়। শেষে অগণিত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে অসংখ্য শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রক্ত গোধূলি

ওঙ্কার মিত্র : অনেকসময় এমনটা হয় যে আমাদের চোখের সামনে যে জিনিসকে আমরা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর হিসাবে কল্পনা করি বাস্তবটা ঠিক তার উল্টো খাতে বইতে থাকে। তখন মনে হয় আমাদের সামনে হয়তো দীর্ঘদিন ধরে একটা মায়াবী পর্দা ফেলা ছিল। যেটাকে ভেদ করে আমাদের দৃষ্টি সত্যিটাকে দেখতে পাচ্ছিল না।

'রক্ত গোধূলি বইটির কাহিনী কোন সত্য উন্মোচনের বিষয়বস্তু নয় বা এমনটাও বলা যেতে পারে যে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনাকেন্দ্রিক কাহিনী এটি নয়। গ্রাম বাংলার স্নিগ্ধ, নির্মল, মন ভালো করা ছবির মাঝে কদাচিৎ যেসব অন্ধকার ছায়া দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোরই টুকরো টুকরো ছবি জোড়া দিয়ে রচিত হয়েছে এই কাহিনী। প্রদীপের নীচের অন্ধকারটাই যেন এই বইতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গ্রামের দুটি ছেলেমেয়ে বাসু এবং মণিমালা ভালোবাসার সুতোয় নিজেদের জীবনকে বেঁধে নিয়েছিল। স্বপ্ন ছিল, খোলা আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নিজেদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকে দুনিয়াটাকে নতুনভাবে চিনবে। বাস্তবে কিন্তু হলও তাই। চারপাশের সমাজকে ওরা সত্যিই নতুনভাবে চিনেছিল। শুধু একটাই আফসোস! এমনভাবে না চিনলেই হয়তো

ভালো হত। নির্বিবাদী, সাদাসিদে মনের ছেলে বাসু প্রতি মুহূর্তে বেইমানীর শিকার হয়। কিছু মানবরূপী পিশাচের গ্রাস থেকে নিজের ভালোবাসাকে বাঁচাতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। নিজের জীবনের বিনিময়েও সেই সর্বগ্রাসী থাবার হাত থেকে মণিমালাকে রক্ষা করতে বাসু ব্যর্থ হয়। যার চোখে এক আকাশ স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি দেখে ঘর ছেড়েছিল মণিমালা, নতুন জীবনের শুরুর দিকেই তাকে হারাতে হয়।

এরপর শুরু হয় একাকী জীবনে এক অসহায় মেয়ের লড়াইয়ের পালা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, ক্ষিদের বিরুদ্ধে লড়াই, সর্বোপরি নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে লড়াই। একটা সময়ে পেটের আগুনের কাছে নিজের সম্ভ্রমকেও বিকিয়ে দিতে হয় মণিমালাকে। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয় না। জীবনের শেষ অবলম্বনকেও একটা সময়ে চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখে সে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় মণিমালার। সিদ্ধান্ত নেয় ঘাতক প্রতিশোধ গ্রহণের। এক এক করে সব অত্যাচারীর মুখোশ খুলে তাদেরকে নরকের দ্বারে পৌঁছে দেয় সে। কিন্তু কেউ তাকে কোনওদিন ধরতেও পারে না। কীভাবে সম্ভব হয় সেটা? মণিমালার শেষ পরিণতিই বা কী হয়? এই সব উত্তর লুকিয়ে আছে রক্ত গোধূলি কাহিনীতে।

রক্ত গোধূলি
(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
লেখিকা: ইন্দিরা দাশ
বিষয়: থ্রিলার
প্রকাশক: এবং শব্দ প্রকাশনী
দাম : ২২০ টাকা।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের শতবর্ষে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : বিংশ শতাব্দীর ৫০, ৬০, ৭০ এর দশক জুড়ে বাংলা ছায়াছবির গান এবং বেসিক রেকর্ডে গীতিকার হিসেবে যিনি সকলের মন জয় করেছিলেন তিনি হলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তাঁর জন্মের শতবর্ষ চলছে। সেই শতবর্ষকে স্মরণে রেখে গত ২৬ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় শরৎ পাঠ্যচক্রের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড) আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বক্তব্য রাখতে এসেছিলেন অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন শরৎ সমিতির সম্পাদক ড. শ্যামলকুমার বসু। শঙ্কর ঘোষ প্রথমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জীবনের নানান দিক তুলে ধরলেন। অনেক অভিনব ঘটনার কথা তুলে ধরেছিলেন। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করেছিলেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে। পরে তিনি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বিখ্যাত কিছু গানের খানিক অংশ গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। গানে ও কথায় সেই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়। বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শরৎ সমিতির সহ–সভাপতি ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত।

আঁতস কাঁচে

আঙুল কাটা
কী অদম্য মনের জোর! কী অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগ! অলিম্পিকে খেলার জন্য নিজের আঙুল কেটে বাদ দিয়েছেন অবলীলায়। ম্যাট ডসন নেমে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ম্যাচ খেলতে। অলিম্পিকের প্রস্তুতির সময়ই আঙুল ভেঙে যায় ডসনের। সেরে উঠতে যা সময় লাগত, তা দিতে গেলে অলিম্পিকে আর খেলা হতো না। বিকল্প ছিল একটাই রাস্তা। নিজের আঙুল বাদ দেওয়া। চিকিৎসকদের সেই কথাই তিনি মেনে নেন অলিম্পিক খেলার জন্য। আঙুল বাদ দিয়েই খেলতে নামলেন। আর্জেন্টিনাকে রুখে দিয়ে প্রথম ম্যাচ জিতেও গেলেন।

ডুরান্ড উদ্বোধন
বাংলায় ফুটবলের আকর্ষণ কি কমছে? উদ্বোধনে চমকের অভাব ছিল না সেনাবাহিনীর। মাঠে খেলল মোহনবাগান দল। এরপরও গ্যালারি ভরার ছবি দেখা গেল না ডুরান্ডের উদ্বোধনে। ১৩৩তম ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন করলেন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। হেলিকপ্টার শো দিয়ে শুরু হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রতীক হিসেবে সেখানকার নৃত্য প্রদর্শন করেন শিল্পীরা। চলে ফেন্সিংও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার কথা থাকলেও আসতে পারেনি। কিক অফ করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী। ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

নাদালের বিদায়
রোলাঁ গারোঁর লাল দুর্গ। লড়াই করেও থমকে গেলেন রাফায়েল নাদাল। শেষ হাসি হাসলেন জকোভিচ। দ্বিতীয় রাউন্ডে স্প্যানিশ টেনিস তারকার বিপক্ষে ৬-১, ৬-৪ গেমে জিতেছেন জকোভিচ। প্রথম সেটে কোনো পাত্তাই পাননি নাদাল। দ্বিতীয় সেটে যখন ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান জোকার, সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করেন নাদাল। কামব্যাকে ৪-৪ করে ফেলেন তিনি। যদিও শেষরক্ষা হয়নি নাদালের। দু'জনের ৬০ বারের মুখোমুখি লড়াইয়ে জকোভিচ জয়ী ৩১ ম্যাচে, নাদালের জয় ২৯।

ভাঙল রেকর্ড
অলিম্পিকে সাঁতার মানেই চলে আসে মাইকেল ফেল্পসের নাম। তাঁর নামের পাশে যে অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ২৩ সোনা! সেই ফেল্পসের রেকর্ডই এবার ভেঙে দিলেন ফ্রেঞ্চ তরুণ লিওঁ মারশাঁ। ৪০০ মিটার মিডলেতে বিশ্ব রেকর্ডের নতুন মালিক হলেন মারশাঁ। বেজিংয়ে ফেল্পস সময় নিয়েছিলেন ৪ মিনিট ০৩.৮৪ সেকেন্ড। সেখানে ৪ মিনিট ০২.৯৫ সেকেন্ড সময় নিলেন মারশাঁ।

ভিলেজে নীরজ
নীরজ চোপড়া। প্যারিস অলিম্পিক শুরুর সময়েও আন্টালিয়ায় নিজের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। গত অলিম্পিকে জ্যাভলিনে সোনাজয়ী ২৬ বছরের এই অ্যাথলিট এতদিনে এলেন প্যারিসের গেমস ভিলেজে। আগামী ৬ আগস্ট স্ট্যাড ডি ফ্রান্সে পুরুষদের গ্রুপ এ জ্যাভলিন থ্রো যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে অংশ নেবেন। সেখানে ছাড়পত্র পেলেই আগামী ৮ আগস্ট ফাইনালে অংশ নেবেন। সোশাল মিডিয়ায় নিজেই লিখেছেন, নমস্কার প্যারিস! অবশেষে অলিম্পিক গেমস ভিলেজে পৌঁছে আমি উত্তেজিত।

সুহেলের হ্যাটট্রিক
কলকাতা লিগে হ্যাটট্রিক করলেন সুহেল ভাট। যার সুবাদে কলকাতা লিগে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল মোহনবাগান। প্রথমার্ধে কোনও গোলই হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে আত্মঘাতী গোল করে বসে টালিগঞ্জ। এরপরই খেল শুরু হয় সুহেলের। ৫৯, ৬৩, ৭০ মিনিটে পরপর তিনটি গোল করেন। এরপর টালিগঞ্জ ১ গোল শোধ করলেও কোনও লাভ হয়নি। উল্টে শেষমুহূর্তে সালাউদ্দিন গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়।

জোড়া সাফল্যে অলিম্পিকে ইতিহাস মনুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্যারিস অলিম্পিকে ইতিহাস লিখলেন মনু ভাকের ও সরবজোৎ সিং। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতল ভারতীয় জুটি। স্বাধীন ভারতের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে একই অলিম্পিকে দুটি পদক জিতলেন তিনি। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে ১৬-১০ ব্যবধানে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছে ভারতীয় জুটি (মনু এবং সরবজোৎ)। ১২৪ বছর আগের করা প্রিচার্ড নরম্যানের রেকর্ডকে স্পর্শ করলেন মনু। ১৯০০ সালের অলিম্পিকে দুটি রুপোর পদক জিতেছিলেন তিনি। সেই সময় ব্রিটিশ উপনিবেশ হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে পদক এসেছিল ভারতের ঝুলিতেই। তারপর আর কোনও অ্যাথলিট এই কীর্তি গড়তে পারেননি। স্বাধীনতা লাভের পর কুস্তিতে সুশীল কুমার এবং ব্যাডমিন্টনে পি ভি সিন্ধু ভারতের হয়ে দুটি করে পদক জিতেছিলেন। তবে তাঁরা পৃথক দুটি অলিম্পিকে ১টি করে পদক জিতেছিলেন। সুশীল কুমার ২০০৮ বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ এবং ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে রুপোর পদক জিতেছিলেন। ২০১৬ রিও অলিম্পিক্সে রুপো এবং ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সিন্ধু। পদক জয়ের পর মনু ভাকের বলেন, 'সকলকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সমর্থন করার জন্য। প্রথমে পিছিয়ে পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু পরে ভালো কামব্যাক করি'। উল্লেখ্য, প্রথমে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ২২১.৭ স্কোর করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা শুটার যিনি এই বিভাগে পদক জিতেছেন।

গত ৩ বছর কোনও চাকরি নেই মনু ভাকেরের কোচের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ বছর কোনও চাকরি নেই প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী শুটার মনু ভাকেরের কোচ যশপাল রানার। কঠিন চ্যালেঞ্জের কথা বলতে গিয়ে কার্যত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাঁর একটি চাকরি দরকার বলেও জানান যশপাল। যশপাল রানা বলেন, 'আমি কেউ নই। আমি একজন বেকার কোচ। তারকা হচ্ছে তো মানু। মানুই আমাকে সাহায্য করতে বলেছিল। আমি শুধু সেই কাজটাই করেছি। ওই আমাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। ও যতদিন চাইবে আমি ওকে কোচিং করাবো। আমার কোচিং করানোর ধরণ একটু আলাদা। এখনকার বাচ্চারা অনেক স্মার্ট। তারা জানে কী করতে হয়। আমি শুধু ছোটো ছোটো কিছু জিনিস পরিবর্তনের জন্য কোচ হয়েছিলাম'। তিনি আরও জানান, 'টোকিও অলিম্পিকে ব্যর্থতার পর আমাকে এবং মানুকে অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু মানু প্যারিসে পদক জেতার পর ওই সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই আমাদের ইন্টারভিউ নিতে চেয়েছেন। দেখে বেশ ভালোই লাগল। এর পিছনে পরিশ্রম দেখেন না। গত ৩ বছর আমি কোনও বেতন পাইনি। ভারতের জাতীয় রাইফেল সংস্থার বা অন্য কোনও সংস্থা আমাকে সাহায্য করেনি'। যশপাল বলেন, 'শীঘ্রই আমাকে চাকরি খুঁজতে হবে। একটা স্থায়ী উপার্জনের দরকার আমার। তিন বছর খুব কষ্ট করে জীবন কাটিয়েছি। বর্তমানেও একই অবস্থা। একাধিক বাধার সম্মুখীন হয়েও আমি আমার লক্ষ্যে স্থির ছিলাম। সেটা বাস্তব করল মনু। প্রসঙ্গত, মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নজির গড়েছেন মনু। সেইসঙ্গে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে তাঁর সঙ্গী সরবজোৎ সিংকে নিয়েও ব্রোঞ্জ জেতেন।

৩৪ বছর পর এশিয়া কাপ ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ হবে ভারতে। তবে তা হবে টি২০ ফর্ম্যাটে। আর ২০২৭ সালে এশিয়া কাপ হবে বাংলাদেশে। আর তা হবে ৫০ ওভারের। সোমবার একথা জানিয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। এর আগে ২০২৩ সালে এশিয়া কাপ হয়েছিল পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায়। ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। প্রসঙ্গত, পরবর্তী টি২০ বিশ্বকাপ হবে ২০২৬ সালে। তা মাথায় রেখেই ২০২৫ সালে এশিয়া কাপ আয়োজন করা হবে টি২০ ফর্ম্যাটে। আর ২০২৭ সালে রয়েছে বিশ্বকাপ। তাই ওই বছর এশিয়া কাপ হবে ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে। দু'টি প্রতিযোগিতাতেই ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং আর একটি যোগ্যতা অর্জনকারী দেশ খেলবে। মোট ১৩টি ম্যাচ হবে। এটা ঘটনা, ৩৪ বছর পর ভারতে ফিরছে এশিয়া কাপ। এখনও পর্যন্ত এক বারই এশিয়া কাপ আয়োজন করেছে ভারত। তা ১৯৯০-৯১ সালে। সেবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। এদিকে মহিলাদের এশিয়া কাপ হবে ২০২৬ সালে। কোথায় হবে জানানো না হলেও হবে ১৫টি ম্যাচ। তবে হবে ২০ ওভারের ফর্ম্যাটে। আর ২০২৪-২০২৭ পর্যন্ত প্রতি বছর ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ হবে। প্রতিটিই ৫০ ওভারের।

প্রথম সিরিজ জয় কোচ গম্ভীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজাদের অবর্তমানে দলের ক্রিকেটারদের সুযোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন শ্রীলঙ্কার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ সনৎ জয়সূর্য। সেই সুযোগ অবশ্য কাজে লাগাতে পারলেন না চরিথ আসালঙ্কারা। প্রথম সিরিজেই বাজিমাত গম্ভীর-সূর্যকুমার জুটির। তবে শেষ টি২০তে রুদ্ধশ্বাস লড়াই হয়। তাতে টাই হয় ম্যাচ। এরপর সুপার ওভারের রোমাঞ্চে শেষপর্যন্ত ম্যাচ জিতে টি২০ সিরিজ ৩-০ করল ভারতই। প্রথম সিরিজ জয় কোচ গৌতম গম্ভীরের। প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলে ভারত। জবাবে ৮ উইকেটে ১৩৭ রানেই থামে শ্রীলঙ্কা। সুপার ওভারে প্রথম তিন বলেই জোড়া উইকেট তুলে নেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ওঠে মাত্র ২ রান। প্রথম বলেই চার মেরে খেলা শেষ করে দেন ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার। এদিন ভারতের টপঅর্ডার রান করতে ব্যর্থই হয়। যশস্বী জয়সওয়াল (১০), সঞ্জু স্যামসন (০), রিঙ্কু সিং (১) এবং সূর্যকুমার যাদব (৮)। মাত্র ৪৮ রানে ৫ উইকেট হারায় ভারত। টানেন শুভমন গিল। বিপর্যয় সামলে ৩৭ বলে ৩৯ রান করেন তিনি। এরপর রান কিছুটা বাড়ান রিয়ান পরাগ (২৬) এবং ওয়াশিংটন সুন্দর (২৫)। জবাবে প্রথম উইকেটে ৫৮ রান যোগ করেও শ্রীলঙ্কা ভারতের রান টপকাতে পারেনি। রিঙ্কু সিং এবং সূর্যকুমার যাদব বল হাতে জোড়া উইকেট তুলে নেন। ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবি বিষ্ণোইও দুটি করে উইকেট পান।

ক্লাবকে পুরস্কারের অর্থ ফিরিয়ে দৃষ্টান্ত সৌরভ গাঙ্গুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বরাবরই তিনি ব্যতিক্রমী। মোহনবাগান দিবসেও তার নমুনা রাখলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। এবছর তাঁকে মোহনবাগান রত্ন সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ক্লাব কর্তারা। ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে পুরস্কার নিতেও হাজির ছিলেন। পুরস্কার নিলেন। কিন্তু মোহনবাগান রত্ন'র জন্য ক্লাবের দেওয়া ২ লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিলেন সৌরভ। তাঁর ইচ্ছে, এই অর্থ ক্লাবের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টে ব্যবহার করা হোক। অনুষ্ঠানে সৌরভ গাঙ্গুলিকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর হাতে পুস্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়। এরপর সৌরভের গলায় মোহনবাগান রত্ন'র পদক পরিয়ে দেন ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত। মোহনবাগান রত্ন পেয়ে আপ্লুত সৌরভ। তিনি বলেন, 'সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ার সময় প্রতিটা ম্যাচ দেখতে আসতাম। বাবার মেম্বারশিপ কার্ড নিয়ে

মাঠে আসতাম। সেই সময় যারা খেলতেন, প্রত্যেক ফুটবলারের নাম বলে দিতে পারব। মোহনবাগান ক্লাব অতীতে বহু রত্ন উপহার দিয়েছে। আগামী দিনেও দেবে।'খেলার যে আরও উন্নতির প্রয়োজন, সেকথাও তুলে ধরেন সৌরভ। তিনি বলেন, 'দল জিতলেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে চলবে না। খেলার মানোন্নয়ন করতে হবে। আমি আশাবাদী, আমার জীবদ্দশাতেই ভারত বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলবে। ৫০ জন ভাল ফুটবলার প্রয়োজন, যারা বিশ্বাস করবে, আমরাও পারি।'মোহনবাগান দিবস যে তাঁর কাছে গর্বের, সেকথাও জানান সৌরভ। বক্তৃতা দেওয়ার সময় বারবার আবেগপ্রবন হয়ে পড়ছিলেন তিনি। সৌরভের বক্তব্যের পর মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত জানান, মোহনবাগান রত্ন'র পুরস্কার অর্থ নিচ্ছেন না সৌরভ। এই অর্থ তিনি মোহনবাগান ক্লাবের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টে দান করে দিচ্ছেন। মোহনবাগান দিবস পালনে এবছর একটু ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মোহনবাগান কর্তারা। ঠিক হয়েছিল মূল অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে ক্লাবের জন্মস্থান উত্তর কলকাতার মোহনবাগান লেনে। পরিকল্পনা মতো মোহনবাগান লেন থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে হয়। সেই শোভাযাত্রা পৌঁছয় ময়দানে ক্লাব তাঁবুতে। শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন সচিব দেবাশিস দত্তসহ ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা। ক্লাব তাঁবুতে পতকা উত্তোলন, প্রদীপ জ্বালানো হয়। মাল্যদান করা হয় অমর একাদশের প্রতিকৃতিতে। দুপুরে প্রাক্তন ফুটবলারদের প্রদর্শনী ম্যাচ।বিকেল ৫টায় হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। জীবন কৃতি সম্মান পেলেন বলাই মুখোপাধ্যায়। সেরা ফুটবলারের সম্মান দেওয়া হল দিমিত্রি পেত্রাতোসকে। সেরা ফরোয়ার্ডের সম্মান পেলেন মনবীর সিং। সেরা জুনিয়র ফুটবলার সুহেল ভাট। প্রতুল চক্রবর্তী নামাঙ্কিত সেরা রেফারির পুরস্কার পেলেন দিলীপ সেন। সেরা সমর্থক হলেন বাপি মাঝি, অজয় পাশওয়ান। সেরা হকি প্লেয়ায় হলেন সৌরভ পাশিম। সেরা সাংবাদিক হয়ে মতি নন্দী নামাঙ্কিত পুরস্কার পেলেন দেবাশিস দত্ত। সেরা কর্মকর্তা অঞ্জন মিত্র পুরস্কার পেলেন সৌরভ পাল। বর্ষসেরা ক্রিকেটার অভিলীন ঘোষ। সেরা অ্যাথলিট হয়েছেন করুণাময় মাহাতো।

আনোয়ার আলিকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আনোয়ার আলিকে নিয়ে ইস্ট-মোহনের মধ্যে টাগ অফ ওয়ার চলছেই। শেষপর্যন্ত কাদের জার্সিতে দেখা যাবে দেশের সেরা ডিফেন্ডারকে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আনোয়ারকে ধরে রাখতে কতদূর যাবে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ? তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গেল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কথায়। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কর্ণধার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কোনও ক্লাবের প্ররোচনায় পা দিতে চান না তাঁরা। প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবেন। তারপরই নিজেদের পরিবর্ত স্ট্যান্ড জানাবেন। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, মোহনবাগান শুধু একটা ক্লাব নয়, আবেগ। একটা প্রতিষ্ঠান। মোহনবাগানের প্রতিনিধিত্ব করার গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। আমাদের দলে তিনজন বিশ্বকাপার আছে। যা অন্য কোনও দলে নেই। আনোয়ার একটা মিষ্টি ছেলে। আমার খুবই পছন্দের। এই বিষয়ে প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। আমরা মোহনবাগান। শালীনতা বজায় রাখতে পছন্দ করি। আমরা কারোর প্ররোচনায় পা দিতে চাই না। সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করব। গত বছর আনোয়ারের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা ভাল। ও দারুণ টিম ম্যান। তাই এই বিষয়ে আমরা এখনই কিছু বলতে চাই না। আনোয়ার নিজের পেজে টুইট করে জানিয়ে দিয়েছেন, মোহনবাগানে থাকতে তিনি আর আগ্রহী নয়। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে আটকে রাখার জন্য কি অলআউট ঝাঁপাবে বাগান? উত্তরে গোয়েঙ্কা বলেন, ও ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক, তার কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি। তাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। কী হয় দেখা যাবে। মোহনবাগানের কর্ণধার আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, আনোয়ার ইস্যুতে ধীরে চলো নীতিতেই এগোতে চায় ক্লাব।

জেলায় জেলায় টক্কর

কালনার গঙ্গায় প্র্যাকটিস করে নর্থ চ্যানেল গেলেন সায়নী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তসিন্ধুর পঞ্চম সিন্ধু নর্থ চ্যানেল জয়ের লক্ষ্যে কালনা থেকে আয়ারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন কালনার জলকন্যা সায়নী দাস। মাত্র তিন মাস আগেই সে কুক স্টেইট চ্যানেল জয়লাভ করে বাড়ি ফিরেছে। তারপর থেকেই সে একভাবে চালিয়ে গেছে তার প্র্যাকটিস। কখনো তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কালনার গঙ্গায়। কখনো বা ঠান্ডা পেতে বাড়িতে ড্রামের মধ্যে বরফ দিয়ে আইসবাথ চালিয়েছে। গত ১২ জুলাই সে তার বাড়িতে ড্রামের মধ্যে ৪৯ ডিগ্রি ফরেনাইট / ৯.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায় আইসবাথ নেয়। এছাড়াও নিয়মিত সে জিমে গিয়ে শরীরচর্চা চালায়। ইতিমধ্যেই তার ইংলিশ চ্যানেল সহ আরো তিনটি চ্যানেল জয়লাভ করা হয়েছে।

আগামী ২৫ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে সায়নীর অস্ট্রেলিয়া জলে নামার কথা। সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সপ্তসিন্ধুর পঞ্চম সিন্ধুকে জয় করার লক্ষ্য নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে ছিলেন কালনার জলকন্যা সায়নী দাস। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের প্র্যাকটিসে তার অন্য মাত্রা যোগ হয়েছে।

তীব্র দাবদাহের মধ্যে প্র্যাকটিস শুরু করলেও শরীরকে ডুবিয়ে রাখতে প্রয়োজন হয় বরফের মতন ঠান্ডা জলের। ঠান্ডা জলের অভাব মেটাতে অর্ডার দিয়ে বড়সড় মাপের বরফের চাঁই আনা হয় আইসক্রীম কারখানা থেকে।নর্থ চ্যানেলে নামার আগে আয়ারল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে নিজের বাড়িতেই বরফ গলা জলে আইস বাথ শুরু করেন কালনার সাঁতারু সায়নী দাস। উল্লেখ্য, চলতি বছরের এপ্রিলের শুরুতেই নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালী জয় করে দ্বিতীয় বাঙালি মহিলা হিসাবে কালনার সায়নী দাস ইতিহাসের পাতায় নাম তুলেছেন। এর আগে সপ্তসিন্ধুর চার সিন্ধু (ইংলিশ চ্যানেল, ক্যাটলিনা, মলোকাই, কুক প্রণালী) জয় করে ফেলেছেন তিনি।

কুক প্রণালীর রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই শরীরের একাধিক জায়গায় চোট থাকা সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেলে নামার জন্য কালনার গঙ্গায় অনুশীলনও শুরু করেন কারণ আগামী ২৫-৩০ আগস্টের মধ্যে পঞ্চম সিন্ধু অভিযানে নামবেন তিনি। সপ্তম সিন্ধুর মধ্যে চারটি সিন্ধু অতিক্রম করতে গিয়ে অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়র কারণে সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁকে। শোনা যায় সপ্তসিন্ধুর মধ্যে সবথেকে বেশি ঠান্ডা এই নর্থ চ্যানেল। সেখানকার কনকনে ঠান্ডা জলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাই এবার নতুন এক পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন তিনি। কালনা শহরের বারুইপাড়ার বাড়িতে বড়সড় মাপের একটি ড্রামে আইসক্রিম কারখানা থেকে কয়েকটি বরফের চাঁই এনে প্রতিদিনের মতন তার বাড়িতে প্র্যাক্টিস সারেন।

সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাস বলেন, প্রতিবারই বিদেশের মাটিতে সাঁতার কাটতে যাওয়ার আগে সায়নী কালনার গঙ্গাতে সাঁতার কেটে যায়। তাই এবারও সে নর্থ চ্যানেল জয়লাভ করার আগে কালনার গঙ্গায় প্র্যাকটিস চালায়।

সমগ্র কালনাবাসীর আশীর্বাদ ও ওর মেন্টর সুশীল মিশ্র ও সুরজিৎ বক্সী যেভাবে ওকে বুস্ট আপ করেছে তাতে করে আমার ধারণা সায়নী সহজেই অন্যান্য চ্যানেল গুলোর মত নর্থ চ্যানেলেও জয় লাভ করবে।

মোহনবাগানের বর্ষসেরা সমর্থক চা বিক্রেতা

মলয় সুর : ছোট থেকেই মোহনবাগান ক্লাবের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি মনে করেন সমর্থকদের সমর্থন ময়দানে খেলোয়াড়দের শক্তি যোগায়। তাই প্রতিটি মোহনবাগানের খেলা দেখতে গ্যালারিতে ঢুকে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। খেলার ময়দানে গ্যালারিতে বসে বরাবর দলের জন্য গলা ফাটিয়েছেন কলকাতা পাইকপাড়ার বাপি মাঝি। অনেক টানাপোড়নের মধ্যে কখন সমর্থনে বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা যায়নি। এবার সেই মোহনবাগানের অন্ধ ভক্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে মোহনবাগান ক্লাব। ক্লাবের তরফে তাকে দেওয়া হবে বর্ষসেরা সমর্থকদের খেতাব। ১৯৮৪ সাল থেকে মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখতে যাওয়া শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে সল্টলেকে যুবভারতী স্টেডিয়াম মোহন-ইস্ট ডার্বি ম্যাচ দেখতে প্রথম যান। যদিও সেই ম্যাচে মোহনবাগান ব্রিগেড হেরে যায়। সেদিন রাতে বাড়িতে ফিরে খাওয়া দাওয়া করেননি। পরবর্তী সময়ে ভারতের যেকোনও প্রান্তে মোহনবাগানের দল জাতীয় আইএএস লিগ খেলতে গেছে সেখানের গ্যালারিতে বাপি হাজির। সেই পরিচিত দৃশ্য সবুজ-মেরুন জামা আর দুই হাতে পতাকা নিয়ে ওড়ানো। ২০০৪ সালে গোয়ার ফতেদার স্টেডিয়ামে মোহনবাগান ও গোয়ার সাথে জাতীয় লীগের শেষ খেলা দেখতে চ্যাম্পিয়ন করে নিয়ে আসেন। সেই সময় কোচ ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। তাই ক্লাব নিয়ে তার পাগলামি আরও অনেক আছে। বাড়ির লাগোয়া একটি চায়ের দোকান চালিয়ে জীবন যাপন করেন। কিন্তু তার একটাই নেশা তা হল মোহনবাগানের খেলা দেখা। তার স্ত্রী ও কন্যা প্রত্যেকেই মোহনবাগানের একনিষ্ঠ সমর্থক। ক্লাবের খেলা থাকলেই সেখানেই হাজির হবে। ২০১৬সালে বাপির শরীরে কর্কট রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ২০১৭ সালের প্রয়াত ক্লাব সেক্রেটারি অঞ্জন মিত্র তাকে চিকিৎসার জন্য এক লাখ টাকা দেন। সেই সময় আজকের ক্লাব সেক্রেটারি দেবাশীষ দত্ত ছিলেন।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com